হরীণ নয়না

হুরদের কথা

শায়েখ আব্দুল্লাহ আল মুনীর

সমস্ত প্রসংসা মহান আল্লাহর এবং সর্বোত্তম সলাত ও সালাম সায়্যেদুল কায়েনাত মুহাম্মদুর রসূলল্লাহর উপর। যিনি বলেছেন

ما تركت بعدي في الناس فتنة أضر على الرجال من النساء

অর্থ ঃ আমার পর পুরুষ জাতির জন্য নারী জাতির ফিতনা হতে অধিক ক্ষতিকর কিছু অবশিষ্ট থাকছে না।

(তিরমিযি বর্ণনা করেছেন এবং আলবানী সহীহ বলেছেন)

আল্লাহ (ﷻ) বলেন,

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ

وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

অর্থঃ মানুষের জন্য শোভনীয় করা হয়েছে নারী, সন্তান, পুঞ্জিভূত সোনা-রোপা, দৃষ্টি আকর্ষনকারী ঘোড়া, চতুষ্পদ জন্তু, ক্ষেত খামার ইত্যাদি লোভনীয় বস্তু সমুহকে। এসব তো দুনিয়ার জীবনের স্বল্প সময়ের ভোগ সামগ্রী মাত্র আর আল্লাহর নিকটই রয়েছে উত্তম প্রতিদান। (সুরা আলে ইমরান - ১৪)

রসূলল্লাহ (ﷺ) বলেন

النظرة سهم من سهام إبليس مسمومة فمن تركها من خوف الله أثابه جل و عز إيمانا يجد حلاوته في قلبه

অর্থ ঃ অবৈধ দৃষ্টি শয়তানের তীর সমূহের মধ্য হতে একটি তীর। যে আল্লাহর ভয়ে তা পরিত্যাগ করে আল্লাহ তাকে এমন ঈমান দান করবেন যার স্বাদ তার অন্তর পর্যন্ত পৌছে যাবে। (মুসতাদরাকে হাকিম এবং তিনি বলেছেন হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ কিন্তু আলআলবানী এটিকে দুর্বল বলেছেন)

পুরুষের জন্য নারী একটি অতি পুরনো সমস্যা

বর্তমানে বিভিন্ন ভাবে নারী জাতিকে বেহায়া ও অশ্লীলতার প্রতি উৎসাহ প্রদান এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধির সকল উপায় খুলে দেওয়ার ফলে সে সমস্যা এমনই ভয়াবহ আকার ধারন করেছে যে চরিত্রকে পুত পবিত্র রাখার কল্পনাটাও দুরহ হয়ে উঠেছে। ভোগবাদী দর্শনে বিশ্বাসীরা এ অবস্থাতে সুখে দিনপাত করলেও পরকালে বিশ্বাসী আল্লাভীরু যুবকদের এই অশ্লিলতার সয়লাব হতে নিজেকে বাচিয়ে রাখার জন্য কঠিন সংগ্রামে লিপ্ত হতে হচ্ছে। আল্লাহর কাছেই অভিযোগ এবং তারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি।

আমরা মনে করি কোরআন ও সুন্নাতে জান্নাতী মেয়েদের যেসব কাহিনী বর্ণাত হয়েছে তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণনা করার মাধ্যমে মুসলিম যুবকদের এই ভয়াবহ ফিতনা হতে রক্ষা করা সম্ভব। যাতে তারা জানতে পারে দুনিয়ার এ জীবন এবং তার সব ভোগবিলাশই লয়শীল এবং জান্নাতের অন্য সমস্ নিয়ামতের সাথে সাথে সেখানকার স্ত্রী ও তাদের সাথে মিলিত হওয়ার আনন্দটাও দুনিয়ার তুলনায় বহুগুনে তৃপ্তিদায়ক ও পরিপূর্ণ। এর ফলে হয়ত তারা জান্নাতের নারীদের পাওয়ার জন্য উদগ্রীব হবে এবং দুনিয়াতে

সকল প্রকার হারাম উপভোগ হতে বেচে থাকবে। সামনের কয়েকটি পৃষ্ঠাতে আমি জান্নাতী মেয়েদের সৌন্দর্য ও অন্যান্য বিষয় সংশ্লিষ্ট বেছে নেওয়া কয়েকটি আয়াত ও হাদীস লিপিবদ্ধ করার ইচ্ছা রাখি। আল্লাহই তাওফীকদাতা এবং তার কাছেই সাহয্য প্রার্থনা করি। আল্লাহ যেন এই লেখাটি দ্বারা আমাকে এবং সমস্ মুসলিমদের উপকৃত করেন। শয়তানের তীর যেন লক্ষভ্রষ্ট হয়। জান্নাতের হুরদের সাথে সুখময় মিলন থেকে যেন আমরা বঞ্চিত না হই।

আমীন .....

বি ঃ দ্রঃ আমি পুস্কটিতে মূলত কোরআনের তাফসীর এবং সহীহ হাদীসের উপর নির্ভর করেছি কখনও কখনও দুর্বল হাদীস উল্লেখ করলে সেটার দুর্বলতা উল্লেখ করেছি। উল্লেখ্য যে, প্রতিটি দুর্বল হাদীসের মুলভাব তার পূর্বে বা পরে উল্লেখিত আয়াতের তাফসীর ও সহীহ হাদীসের সাথে সমার্থপূর্ণ এবং আলেমগন এসকল বর্ণনা অনুযায়ী হুরদের শারিরীক ও অন্যান্য বিষয়ের বর্ণনা দিয়েছেন বিশেষ করে ইবন আল-কায়্যিম তার কসীদার ভিতর জান্নাতী পুরুষ ও নারীদের যে বর্ণনা দিয়েছেন তার সবই এই সমস্

হাদীস হতেই গৃহীত। প্রকৃত কথা এই যে এখানে যা কিছু বর্ণনা করা হয়েছে জান্নাতে যে তার ঢের বেশি আছে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই কারণ আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেন আল্লাহ (ﷻ) বলেছেন,

أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر

আমি আমার নেককার বান্দাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি এমন জিনিস যা কোন চোখ কখনও দেখেনি এবং কোন কান কখনও শোনেনি আর কোনও অন্র কখনও কল্পনাও করেনি। (বুখারী,মুসলিম,তিরমিযি ও ইবনে মাযা)

আমরা এই পুস্কে যা কিছু লিপিবদ্ধ করেছি তার সবটুকুই আমাদের কল্পনার ভিতরে সুতরাং জান্নাতে তার সবটুকুই পাওয়া যাবে এতে কোন সন্দেহ নাই।

আল্লাহ (ﷻ) বলেন

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [السجدة/١٧]

কোন মানুষ জানেই না আমি তাদের আমলের বিনিময়ে

তাদের জন্য চোখ জুড়ান কি বস্তু লুকায়িত রেখেছি। (সাজদাহ - ১৭)

আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেন

بله ما أطلعتم عليه

জান্নাত সম্পর্কে তোমাদের যতটুকু জানানো হয়েছে তা ছেড়ে দাও। (বুখারী)

অর্থাৎ জান্নাত সম্পর্কে তোমাদের যা জানানো হয়েছে তা খুবই কম প্রকৃত পক্ষে জান্নাতে তার তুলনায় অনেক বেশি আছে।

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِنَّ أَدْنَى مَقْعَدِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ أَنْ يَقُولَ لَهُ تَمَنَّ. فَيَتَمَنَّى وَيَتَمَنَّى فَيَقُولُ لَهُ هَلْ تَمَنَّيْتَ فَيَقُولُ نَعَمْ.فَيَقُولُ لَهُ فَإِنَّ لَكَ مَا تَمَنَّيْتَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেন সর্বনিম্ন স্তরের জান্নাতি সেই ব্যাক্তি যাকে আল্লাহ বলবেন তুমি চাও ফলে সে চাইতে থাকবে আল্লাহ তাকে বলবেন তোমার চাওয়া কি শেষ? সে বলবে হ্যাঁ আল্লাহ তাকে বলবেন তোমার জন্য তুমি যা চেয়েছ তার দ্বীগুন দেওয়া হল। (মুসলিম)

মুসলিম শরীফের অন্য বর্ণনায় এসেছে আল্লাহ একজন জান্নাতীকে বলবেন তুমি চাও ফলে সে চাইতে থাকবে যখন তার সমস্ চাওয়া শেষ হয়ে যাবে আল্লাহ তাকে স্বরণ করিয়ে দিয়ে বলবেন

سَلْ كَذَا وَكَذَا فَإِذَا انْقَطَعَتْ بِهِ الأَمَانِيُّ قَالَ اللَّهُ هُوَ لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ

এটা চাও ওটা চাও যখন স্বরণ করিয়ে দেওয়ার মত বস্তুও ফুরিয়ে যাবে তখন আল্লাহ (ﷻ) বলবেন তুমি যা কিছু চেয়েছো তোমাকে ত দেওয়া হল এবং তার দশ গুন দেওয়া হল। (মুসলিম)

আল্লাহ বলেন,

لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ [ق/৩৫]

জান্নাতে তাদের জন্য থাকবে তারা যা চায় এবং আমার নিকট রয়েছে অতিরিক্ত।

(সুরা কফ - ৩৫)

অর্থাৎ তারা যা চাইবে আমি তার চেয়েও অধিক দেব।

সুবহানাল্লাহ! অতএব তুমি নিশ্চিন্ থাক আল্লাহ যদি তোমাকে জান্নাতী করেন তবে যা কিছু বলা হয়েছে

তুমি তার পুরো অংশই প্রাপ্ত হবে। বরং তারচেয়ে ঢের বেশি পাবে। একারণে জান্নাতে বর্নায় হাদীসের সনদ দুর্বল হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মুলভাব গ্রহনযোগ্য হয় আল্লাহই সমস্ প্রশংার অধিকারী। আল্লাহ আমাদের প্রত্যেকের ভাগ্য সুপ্রসন্ন করুন।

আমিন .....

টানাটানা চোখ বিশিষ্ট হুরদের বর্ণনাঃ আল্লাহ্ যেন তার নিজ অনুগ্রহে আমাদের সেসব হুরদের সাথে সাক্ষাৎ করান।

আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ فَضْلًا مِنْ رَبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ [الدخان/٥١-٥٧]

অর্থঃ যারা মুত্তাকী তাদের জন্য থাকবে বাগান ও ঝর্ণা বিশিষ্ট নিরাপদ স্থান। তারা সুনদুস ও ইস্াবরাকের পোশাক পরিহিত থাকবে। আমি টানাটানা চোখ বিশিষ্ট হুরদের সাথে তাদের জোড়া বেধে দেব। তারা সেখানে সমস্ প্রকারের ফল চেয়ে পাঠাবে। প্রথম মৃত্যুর পর সেখানে তারা আর মৃত্যু বরণ করবে না এবং মহান রব তাদের জাহান্নামের কঠিন শাস্ি হতে রক্ষা করবেন। এটা তোমার রবের অনুগ্রহ মাত্র নিশ্চয় এটা বড় সফলতা। (দুখান / ৫১-৫৮)

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ

وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ [الطور/١٧-٢٨]

নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে সুখময় বাগানে। তাদের রব তাদের যা কিছু দিয়েছেন তারা তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবে। তাদের রব তাদের যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি হতে মুক্তি দিবেন। (তাদের বলা হবে) তোমরা যে আমল করতে তার বিনিময়ে খুশি মনে খাও এবং পান কর। তারা সেখানে সারি সারি আসনসমূহতে হেলান দিয়ে বসে থাকবে আর আমি তাদের বিবাহ করিয়ে দেব (জোড়া বেধে দেব) টানাটানা চোখ বিশিষ্ট হুরদের সাথে। যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের বংশধরেরা তাদের অনুসরণ

করেছে আমি তাদের কারও আমলে কোনরুপ কমতি না ঘটিয়েই সবাইকে জান্নাতের একই স্থানে রাখব। প্রত্যেক ব্যক্তি যা আমল করেছে তার প্রতিদান পাবে। আমি তাদের ফল এবং তারা যে প্রাণীর মাংস খেতে পছন্দ করে তা খাওয়াব। তারা সেখানে পানীয়পূর্ণ পাত্র আদান প্রদান করবে। সে পানীয়তে না আছে মাথা ব্যাথা আর না অবাধ্যতা। তাদের চারপাশে তাদের সেবার উদ্দেশ্যে বহুসংখক বালক ছড়ানো মুক্তার মত সদা বিচরনশীল থাকবে। তারা পরস্পরের সাথে বাক্যালাপে লিপ্ত হবে। তারা বলবে আমরা তো দুনিয়ার জীবনে সদা চিন্তিত ছিলাম। আল্লাহ আমাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন, তিনি আমাদের কঠিন শাস্তি হতে রক্ষা করেছেন। আমরা তো পুর্বে তাকে ডাকতাম। নিশ্চয় তিনি তো খুবই দয়ালু এবং ওয়াদা পালনকারী।

(সুরা তুর /১৭-২৮)

হুরের শাব্দিক অর্থ

والحَـوَرُ أن يَشْـتَدَّ بيـاضُ العـين وسَـوادُ سَـوادِها وتستدير حدقتها وترق جفونها ويبيضَّ ما حواليها

وقيل الحَوَرُ شِدَّةُ سواد المُقْلَةِ في شدّة بياضها في شدّة بياض الجسد ولا تكون الأدْماءُ حَوْراءَ قال الأزهري لا تسمى حوراء حتى تكون مع حَوَرِ عينيها بيضاءَ لَوْنِ الجَسَدِ

হুর হল চোখের সাদা অংশ অত্যাধিক সাদা হওয়া আর কালো অংশ অত্যাধিক কালো হওয়া। চোখের মনি পরিপূর্ণ গোল হওয়া, পর্দা অত্যাধিক পাতলা হওয়া এবং তার চারপাশ কালো হওয়া। এমনও বলা হয়ে থাকে যে, এর অর্থ চোখের মনিটি অতিমাত্রায় কালো হওয়া আর চোখের সাদা অংশটি তীব্র সাদা হওয়া এর সাথে সাথে গায়ের রংও উজ্জল হওয়া চায়। গায়ের রং যাদের শ্যাম বর্ণের তাদের হুর বলা চলে না। আজজুহরী বলেন হুর হওয়ার জন্য শর্ত হল তার চোখের যে বর্ণনা দেওয়া হল তার পাশাপাশি তার গায়ের রংও উজ্জল হবে। (লিসানুল আরব)

মুজাহিদ বলেন,

والحور التي يحار فيها الطرف

হুর তো ঐসব মেয়েদের বলা হয় যাদের সৌন্দর্যে দৃষ্টি হয়রান হয়ে যায়। (সহীহ বুখারী কিতাবুত তাফসীর

সুরা দুখান)

হুরদের সৌন্দর্যের বর্ণনা।

মহামহীম আল্লাহ বলেন

وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ [الصافات/٤٨، ٤٩]

তাদের জন্য সেখানে থাকবে চক্ষু অবনমিতকারী প্রশস্ত আখী বিশিষ্ট হুরেরা তারা পালকের নিচে লুকায়িত ডিম্বের মত। (সফ্ফাত /৪৮,৪৯)

فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ [الرحمن/٥٥-٥٨]

সেসব জান্নাতের ভিতর থাকবে আখিযুগল অবনতকারী হুরেরা যাদের এর পূর্বে কোন মানুষ বা জ্বীন স্পর্ষ করে নাই। অতএব ওহে জিন ও মানুষ তোমরা তোমাদের রবের কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে। সে সকল মেয়েরা মনি মুক্তার মত।

(আর রাহমন / ৫৫-৫৮)

তারা মনি মুক্তার মত আলাহর এই বানী সম্পর্কে রসূল

(ﷺ) কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন,

تنظر إلى وجهها وهي في خدرها أصفى من المرآة ، وإن أدنى لؤلؤة عليها لتضيء ما بين المشرق ، والمغرب ، وأنه يكون عليها سبعون ثوبا ينفذها بصره ، حتى يرى مخ ساقها من وراء ذالك

তুমি যখন ঘোমটা দেওয়া অবস্থায় তাদের চেহারার দিকে দৃষ্টি দেবে দেখবে তাদের মুখ আয়না হতেও অধিক স্বচ্ছ। তাদের শরীরে যেসব অলংকার থাকবে তার ভিতর সবচেয়ে কম মানের রত্নটিও পূর্ব-পশ্চিম আলোকিত করতে সক্ষম। আর তাদের শরীরে ৭০ টি কাপড় থাকবে তা ভেদ করে পুরুষটির দৃষ্টি মেয়েটির পায়ের গোছার মজ্জা পর্যন্ত বা তারচেয়েও অধিক দূরত্বে পৌছে যাবে।

(হাকেম তার মুসতাদরাকে এবং বলেছেন সহীহ, ইবন হিব্বান, ইবন আল কায়্যিম হাদীল আরওয়াহ নামক কিতাবে, আলবানী ও আযযাহাবী দুর্বল বলেছেন)

অন্য বর্ণনায় আছে,

أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر والثانية على لون أحسن كوكب دري في السماء لكل

رجل منهم زوجتان على كل زوجة سبعون حلة يبدو مخ ساقها من ورائها

প্রথম যে দল জান্নাতী হবে তাদের চেহারা হবে পূর্ণিমার চাদের মত। দ্বিতীয় দল হবে আকাশের সবচেয়ে উজ্জল নক্ষত্রের মত পতিটি পুরুষের সাথে থাকবে দুজন করে স্ত্রী প্রতিটি স্ত্রীর গায়ে থাকবে ৭০ টি পোশাক সেই পোশাক ভেদ করেও তার পায়ের মজ্জা দৃশ্যমান হবে। (তিরমিযী, মুসতাদরাকে হাকিম, এই হাদীসটিকে আলবানী সহীহ বলেছেন অতএব এই হাদীসটি পূর্বের হাদীসকে সত্যায়ন করে)

عن عبد الله بن مسعود : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال إن المرأة من نساء أهل الجنة ليرى بياض ساقها من وراء سبعين حلة حتى يرى مخها وذلك بأن الله يقول كأنهن الياقوت والمرجان فأما الياقوت فإنه حجر لو أدخلت فيه سلكا ثم استصفيته لأريته من ورائه

আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ থেকে বর্ণিত আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেন জান্নাতের মেয়েরা ৭০টি রেশমের কাপড় পরিহিত থাকবে সেগুলো ভেদ করেও তাদের পায়ের শুভ্র অংশ এবং মজ্জা দেখা যাবে। কারণ আল্লাহ

তাদের সম্পর্কে বলেন তারা ইয়াকুত ও মারজানের মত আর ইয়াকুত তো এমন স্বচ্ছ পাথর যার ভিতর তুমি যদি কোন সুতা প্রবেশ করাও তবে বাইরে থেকে তা দেখা যায়।

(তিরমিযী, তাফসীরে তাবারী, তাফসীরে ইবন কাসীর আলবানী দুর্বল বলেছেন)

عن أم سلمة "قلت: يا رسول الله أخبرني عن قوله(كأنهن بيض مكنون) قال:"رِقَّتُهُنَّ كَرِقَّةِ الْجِلْدَةِ الَّتِي رَأَيْتَها فِي داخِلِ الْبَيْضَةِ التي تَلِي الْقِشْرِ

উম্মু সালমাহ (রাঃ) বলেন আমি বললাম হে অল্লাহর রসূল (ﷺ) আল্লাহ যে বলেন (তারা লুকানো ডিম্বের মত) আমাকে এ বিষয়ে অবহিত করুন। আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন জান্নাতী নারীরা হবে ডিমের খোসার নিচে যে পাতলা পর্দা থাকে সেই পর্দার মত কমল ও নমনীয়। (আত তাবারী, ইবন কাসীর, দুররে মানছুর-এই হাদীসটি সনদের দিক হতে দুর্বল)

অবনত দৃষ্টি সম্পন্না

وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ [الصافات/٤٨]

জান্নাতীদের জন্য থাকবে **অবনত দৃষ্টি সম্পন্না** টানাটানা চোখ বিশিষ্ট হুর। (সফ্ফাত-৪৮)

ইবন আব্বাস বলেন (قاصرات الطرف) দৃষ্টি অবনতকারী এর অর্থ হল তারা তাদের স্বামী ছাড়া অন্য কোন পুরুষের প্রতি দৃষ্টি দেবে না। মুজাহিদ বলেন (قاصرات الطرف على أزواجهن ، فلا يبغون غير أزواجهن) তারা কেবল তাদের স্বামীদের প্রতিই দৃষ্টিপাত করবে স্বীয় স্বামী ছাড়া অন্য কাউকে চাইবে না। ক্বাতাদা হতেও একই ব্যাখ্যা বর্ণিত আছে। (তাফসীরে তাবারী , ইবন কাসীর ও অন্যান্য)

কাওয়াইব

মহান আল্লাহ বলেন

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا [النبأ/٣١-٣٣]

মুত্তাকীদের জন্য থাকবে সফলতা আঙ্গুর বিশিষ্ট বাগান এবং **কাওয়াইব** ও সমবয়স্কা হুরেরা।

আয়াতে ব্যাবহৃত কাওয়ায়িব শব্দের ব্যাখ্যায় আত-

তাবারী ইবন যায়দ থেকে উল্লেখ করেছেন যে এর অর্থ হল (الكواعب: التي قد نهدت وكَعَبَ ثديها) ঐসকল মেয়েরা যাদের বক্ষ ফুলে উঠেছে এবং স্ফীত হয়েছে।

ইবন আল-আছির বলেন

الكَعاب بالفتح : المرأة حين يَبْدُو ثَدْيُها للنُّهود وهي الكاعِب أيضاً وجَمْعُها : كَواعِبُ

কিয়াব ঐ সমস্ মেয়েরা যাদের বক্ষ সদ্য উত্থিত হয়েছে এদের কাইবও বলা হয় এর বহুবচনই হল কাওয়াইব। (আননিহায়াহ)

ইবন আল কায়্যিম রওদাতিল মুহিব্বিন নামক কিতাবে বলেন

(وقد وصفهنّ الله عزّ وجلّ بأنّهنّ كَوَاعِب.وهو جمع:كَاعِب.وهي المرأة التي قد تكعّب ثديها واستدار ولم يتدلّ إلى أسفل.وهذا مِن أحسن خَلْق النساء وهو ملازمٌ لسنّ الشباب).

আল্লাহ (ﷻ) জান্নাতের নারীদের কাওয়ায়িব বলে আখ্যায়িত করেছেন। কাওয়ায়িব বলা হয় ঐ সকল মেয়েদের যাদের স্ন স্ফিত এবং গোল হয়ে উঠেছে

নিচের দিকে ঝুলে পড়েনি এটাই নারীদের সর্বত্তম গঠন কেবল মাত্র যুবতিদেরই এমন গঠন হয়ে থাকে।

হাদীল আরওয়াহ নামক কিতাবে তিনি এর কাছাকাছি কথাই বলেছেন তবে সেখানে অতিরিক্ত বলেছেন (كالرمان) অর্থাৎ ডালিমের মত।

তাদের সৌন্দর্য প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পেতে থাকবে

عن أَنَس بْن مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ إِنَّ فِى الْجَنَّةِ لَسُوقًا يَأْتُونَهَا كُلَّ جُمُعَةٍ فَتَهُبُّ رِيحُ الشَّمَالِ فَتَحْثُو فِى وُجُوهِهِمْ وَثِيَابِهِمْ فَيَزْدَادُونَ حُسْنًا وَجَمَالاً فَيَرْجِعُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ وَقَدِ ازْدَادُوا حُسْنًا وَجَمَالاً فَيَقُولُ لَهُمْ أَهْلُوهُمْ وَاللَّهِ لَقَدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالاً. فَيَقُولُونَ وَأَنْتُمْ وَاللَّهِ لَقَدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالاً.

আনাস ইবন মালিক থেকে বর্ণিত আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেন জান্নাতে একটি বাজার থাকবে সেখানে তারা প্রতি জুমুআ'র দিন আসবে তারপর উত্তরের হাওয়া প্রবাহিত হয়ে তাদের চেহারা ও কাপড়ের উপর পড়বে তাতে তাদের সৌন্দর্য বেড়ে যাবে। পরে যখন তারা তাদের স্ত্রীদের নিকট ফিরে যাবে তখন তাদের স্ত্রীরা

বলবে আল্লাহর কসম আপনি তো আমাদের নিকট হতে পৃথক হওয়ার পর পূর্বাপেক্ষা বেশি সুন্দর হয়ে গিয়েছেন। তারাও বলবে আল্লাহর কসম তোমরাও পূর্বাপেক্ষা বেশি সুন্দর হয়ে গিয়েছো। (মুসলিম)

তারা সর্বদাই তাবু আবদ্ধ থাকবে

আল্লাহর বাণী

حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ [الرحمن/٧٢]

হুরেরা থাকবে তাবুতে আবদ্ধ

এই আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে আততাবারী তার তাফসীরে বিভিন্ন মত উল্লেখ করেছেন

১ . মুজাহিদ বলেন (قصرن أنفسهنّ وقلوبهن وأبصارهنّ على أزواجهنّ، فلا يردن غيرهم.) তাদের মন-প্রাণ এবং দৃষ্টি তাদের স্বামীদের নিকট আবদ্ধ থাকবে ফলে তাদের নিজ স্বামীদের ছাড়া অন্য কাউকে তারা কামনা করে না।

২ . আবুল আলিয়া বলেন, (محبوسات في الخيام.) তারা তাবুতে আবদ্ধ।

৩ . দহ্হাক বলেন, (المحبوسات في الخيام لا يخرجن منها.) তারা তাবুতে আবদ্ধ সেখান থেকে কখনও বের হয় না।

৪ . হাসান বলেন, (محبوسات، ليس بطوّافات في الطرق.) তারা পদার ভিতর আবদ্ধ রাস্তায় রাস্তায় চলা ফেরা করে বেড়ায় না।

আত-তাবারী তার তাফসীরে সকল মত উল্লেখের পর বলেছেন,

والصواب أن يعمّ الخبر عنهنّ بأنهنّ مقصورات في الخيام على أزواجهنّ، فلا يردن غيرهم، كما عمّ ذلك.

সঠিক মত হল আসলে তারা তাদের স্বামীদের জন্য তাবুতে আবদ্ধ থাকে আপন স্বামীগণকে ছাড়া অন্য কাউকে কামনা করে না।

ইবন্ আল-কায়্যেম কারও কারও থেকে বর্ণনা করেছেন

بان الله سبحانه وصفهن بصفات النساء المخدرات المصونات وذلك اجمل في الوصف ولا يلزم من ذلك أنهن لا يفارقن الخيام إلى الغرف والبساتين كما

أن النساء الملوك ودونهم من النساء المخدرات المصونات لا يمنعن ان يخرجن في سفر و غيره إلى منتزه وبستان ونحوه فوصفهن اللازم لهن القصر في البيت ويعرض لهن مع الخدم الخروج إلى البساتين ونحوه

আল্লাহ (ﷻ) তাবুতে আবদ্ধ বলে হুরদের পর্দানশীল মেয়েদের সাথে তুলনা করেছেন। এর অর্থ এই নয় যে তারা তাবু থেকে বের হয়ে বাড়ির আঙিনা ও বাগানে ঘোরাঘুরি করবে না। যেমনটি রাজাদের পর্দানশীল ও রক্ষনশীল স্ত্রীরা করে থাকে। কেননা ভ্রমন বা অন্যান্য উদ্দেশ্যে বাগান বা দর্শনীয় স্থান সমহে যাওয়া হতে তাদের নিষেধ করা হয় না। অতএব পর্দানশীল হওয়া সত্তেও দাস-দাসীসমেত বাগান বা অন্য কোথাও যাওয়া যেতে পারে।

(হাদীল আরওয়াহ)

সেই স্ত্রী কত তৃপ্তিদায়ক যে তার স্বামার প্রতি এতটাই সন্তুষ্ট যে, নিজ স্বামী ছাড়া অন্য কাউকে শ্রেয় জ্ঞান করে না এবং তার দৃষ্টি এতই পবিত্র যে অন্য কোন পুরুষকে সে কখনও দেখেনি! দুনিয়ার কোন মেয়ে কি এমন পবিত্রতার দাবি করতে পারে!

হুরদের পবিত্রতার অর্থ

আল্লাহ একাধিক স্থানে বলেছেন

لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ [البقرة/٢٥]

এবং তাদের জন্য থাকবে পবিত্রা স্ত্রীগণ।

মুজাহিদ বলেন, (ولهم فيها أزواج مطهرة قال : من الحيض ، والغائط والبول والنخام والبزاق ، والمني ، والولد) সেসব স্ত্রীরা হায়েজ, প্রসাব-পায়খানা, থুথু কফ বার্য ও বাচ্চা প্রসব হতে পবিত্র থাকবে। (অর্থাৎ এসব কিছুই তাদের থাকবে না)

আল্লাহর রসূল (ﷺ) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে তবে সেখানে বার্য ও সন্তানের কথা উল্লেখ নেই।

আত-তাবারী বলেন,

وأما قوله:"مطهَّرة" فإن تأويله أنهن طُهِّرن من كل أذًى وقَذًى وريبةٍ، مما يكون في نساء أهل الدنيا، من الحيض والنفاس والغائط والبول والمخاط والبُصاق والمنيّ، وما أشبه ذلك من الأذى والأدناس والريب والمكاره.

পবিত্রতার অর্থ হল সেসব স্ত্রীগণ সমস্ত প্রকারের

কষ্টদায়ক ও নোংরা বস্তু হতে পবিত্র। তারা কোন অপবাদে কলংকিত নয়। এবং হায়েজ, নিফাস, প্রসাব পায়খানা, থুথু-কফ বীর্য ইত্যাদি যা কিছু নোংরা অপবিত্র ও অপছন্দনীয় দোষ-ত্রুটি বা অভিযোগ দুনিয়ার মেয়েদের থাকে তারা তা থেকে পুরোপুরি মুক্ত।

ক্বাতাদাহ বলেনঃ

طهّرهن الله من كل بول وغائط وقذر، ومن كل مأثم.

তারা পায়খানা-প্রসাব, সমস্ প্রকারের ঘৃনিত বস্তু ও পাপ কলংক থেকে পবিত্র।

আব্দুর রহমান ইবন ইয়াযিদ বলেন,

: المطهَّرة التي لا تحيض. قال: وأزواج الدنيا ليست بمطهرة، ألا تراهنّ يدمَيْنَ ويتركن الصلاة والصيامَ؟

পবিত্র অর্থ হল তাদের হায়েজ হবে না। দুনিয়ার মেয়েরা পবিত্র নয়। তুমি কি দেখো না তাদের হায়েজ হয় সে সময় তারা সলাত পড়ে না, সওম পালন করে না!

ইবন কাছীর ক্বাতাদাহ হতে বর্ণনা করেন,

لا حيض ولا كلف

তাদের হায়েজ হবেনা, অন্য কোন কষ্টও ভোগ করতে হবে না।

কুমারিত্বও পবিত্রতারই অংশ

আল্লাহ (ﷻ) বলেন,

إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ [الواقعة/٣٥-٣٨]

আমি তাদের পরিপূর্ণভাবে সৃষ্টি করব তারপর তাদের কুমারীতে পরিণত করব। তারা হবে প্রেমময় ও পুরুষদের সমবয়সী। (ওয়াকিয়া / ৩৫-৩৮)

عن سلمة بن يزيد الجعفي ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في قوله عز وجل إنا أنشأناهن إنشاء ، فجعلناهن أبكارا عربا قال : عن الثيب ، وغير الثيب

সালমাহ ইবন ইয়াযীদ আল যাফী থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, আমি আল্লাহর বাণী (আমি তাদের নতুনভাবে সৃষ্টি করব এবং তাদের কুমারীতে পরিনত করব) এ সম্পর্কে আল্লাহর রসূল (ﷺ) কে বলতে শুনেছি

দুনিয়াতে যারা বিবাহিত ছিল বা অবিবাহিত ছিল প্রত্যেককেই জান্নাতী হলে কুমারীতে রুপান্তরীত করা হবে (সিফাতুল জান্নাহ আবু নাঈম আল ইসপাহানী)

عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم أتته عجوز من الأنصار فقالت يا رسول الله ادع الله تعالى أن يدخلني الجنة فقال نبي الله صلى الله عليه و سلم إن الجنة لا يدخلها عجوز فذهب نبي الله صلى الله عليه و سلم فصلى ثم رجع إلى عائشة فقالت عائشة لقد لقيت من كلمتك مشقة وشدة فقال صلى الله عليه و سلم أن ذلك كذلك إن الله تعالى إذا أدخلهن الجنة حولهن أبكارا

হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত একজন আনসারী বৃদ্ধা মহিলা আল্লাহর রসূল (ﷺ) এর নিকট এসে বলল, "হে আল্লাহর রসূল (ﷺ) দোয়া করুন যেন আমি জান্নাতী হয়। আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন, কোন বৃদ্ধা জান্নাতী হবে না। তারপর আল্লাহর রসূল (ﷺ) সলাত পড়তে বের হয়ে গেলেন। তিনি (ﷺ) ফিরে আসলে আয়েশা (রাঃ) বললেন, আপনার কথায় বৃদ্ধা মহিলা দারুন কষ্ট পেয়েছে। রসূলল্লাহ (ﷺ) বললেন আমি তো ঠিকই বলেছি যখন আল্লাহ বৃদ্ধাদের

জান্নাতে প্রবেশ করাবেন তখন তাদের কুমারীতে রুপান্তরীত করে দেবেন।

(হাদীল আরওয়াহ ইবন আল কয়্যিম)

মিশকাতের বর্ণনায় এসেছে এসময় রসুলুল্লাহ (ﷺ) এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন

إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ [الواقعة/٣٥-٣٨]

আমি তাদের পরিপুর্নভাবে সৃষ্টি করব তারপর তাদের কুমারীতে পরিনত করব। তারা হবে প্রেমময় ও পুরুষদের সমবয়সী। (ওয়াকিয়া / ৩৫-৩৮)

অন্য বর্ণনায় আসছে আল্লাহর রসূল (ﷺ) উক্ত আয়াত সম্পর্কে বলেন

منهن العجائز اللاتي كن في الدنيا عمشا رمصا

যাদের কুমারী হিসাবে নতুন সৃষ্টি করা হবে তাদের মধ্যে ঐসব বৃদ্ধ মহিলারাও থাকবে যারা দুনিয়াতে দীর্ঘকাল জীবন ধারন করার কারনে দৃষ্টি শক্তিও হারিয়ে ফেলেছিল। (আল বা'স ওয়াননুশুর বায়হাকী)

(এসকল হাদীসসমুহের সত্যতা সন্দেহাতীত নয় তবে

নিম্নোক্ত হাদীস এগুলোর মুলভাবকে সত্যায়ন করে)

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ وَأَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « يُنَادِى مُنَادٍ إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُّوا فَلاَ تَسْقَمُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيَوْا فَلاَ تَمُوتُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِبُّوا فَلاَ تَهْرَمُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا فَلاَ تَبْتَئِسُوا أَبَدًا ».

আবু সাঈদ আল খুদরী এবং আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্নিত আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেন জান্নাতে একজন ঘোষক ঘোষনা করবে তোমরা এখানে সুস্থ থাকবে কখনও অসুস্থ হবে না। তোমরা এখানে জীবিত থাকবে কখনও মৃত্যুবরণ করবে না। তোমরা এখানে যুবক থাকবে কখনও বৃদ্ধ হবে না। তোমরা এখানে সুখে থাকবে কখনও দুঃখী হবে না। (মুসলিম)

দুনিয়াতেও কুমারী মেয়ে বিবাহ করতে পারাটা বেশি তৃপ্তিদায়ক ও সম্মানের বিষয় বলে মন করা হয়।

সাদ ইবন উবাদা (রাঃ) এর সম্মান বর্ণনা প্রসংগে তার সম্প্রদায়ের লোকেরা বলেছিলঃ

فما تزوّج امرأة قط إلا بكرا، ولا طلق امرأة قطّ فرجع فيها أحد منا

তিনি কোন অকুমারা মেয়ে বিবাহ করেননি তিনি যে স্ত্রীকে তালাক দিয়েছেন তাকে আমাদের মধ্যকার কেউ বিবাহ করার সাহস পায়নি। (মুসনাদে আহমদ , তাফসীরুত তাবারী , ইবন কাসীর , সুআইব আল আরনাউত বলেন হাসান)

عن عائشة رضي الله عنها قالت : قلت يا رسول الله أرايت لو نزلت واديا وفيه شجرة قد أكل منها ووجدت شجرا لم يؤكل منها في أيها كنت ترتع بعيرك ؟ قال (في التي لم يرتع منها) . تعني أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يتزوج بكرا غيرها

আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি রসূলল্লাহ (ﷺ) কে বললাম যদি আপনি কোথাও অবতরন করেন এবং সেখানে একটি দুটি গাছ থাকে একটি হতে পূর্বেই খাওয়া হয়েছে অপরটিতে পূর্বে খাওয়া হয়নি আপনি কোনটি হতে আপনার উটকে খাওয়াবেন?

আল্লাহর রাসল (ﷺ) বললেন,

যে গাছটিতে এর পূর্বে কেউ তার উটকে খাওয়ায়নি

সেটিতে।

আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) এর উদ্দেশ্য ছিল তিনি আল্লাহর রসূলের স্ত্রীদের (রাঃ) মধ্যে একমাত্র কুমারী (ফলে রাসূলুল্লাহ(ﷺ) এর অন্য স্ত্রীদের (রাঃ) উপর তার শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে) (বুখারী)

হয়রত জাবির (রাঃ) যখন একজন বিধবাকে বিবাহ করলেন তখন আল্লাহর রসূল (ﷺ) তাকে বললেন,

أَفَلاَ تَزَوَّجْتَ بِكْرًا تُلاَعِبُكَ وَتُلاَعِبُهَا

কুমারী মেয়ে বিবাহ করলেনা কেন! যে তোমার সাথে খেলা করতো আর তুমিও তার সাথে খেলা করতে। (বুখারী , মুসলিম)

কিন্তু বর্তমানে পূর্বে বৈধ বা অবৈধভাবে নিজের কুমারিত্ব খুইয়ে বসেনি এমন মেয়ের সংখা দুর্লভ। আর যদি পাওয়া যায়ও তবুও কুমারী মেয়ে বিবাহ করার পর প্রথম দিনেই সে তার কুমারিত্ব হারিয়ে ফেলে। একবার স্বামার সাথে রাত্রা যাপনের পর তাকে আর কুমারী বলা যায় না। কিন্তু জান্নাতে প্রবেশ করার পর হতে একজন জান্নাতী প্রতিবার কেবল কুমারী মেয়ের সাথেই মিলিত হবে।

عن أبي مجلز ، قال : قلت لابن عباس ، قول الله عز وجل إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون ما شغلهم ؟ قال : افتضاض الأبكار

আবু মুজলিয বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রাঃ) কে আল্লাহর বানী (জান্নাতবাসীরা বিনোদনে ব্যস্ থাকবে) সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, তারা কুমারীদের কুমারীত্ব ভঙ্গে ব্যাস্ থাকবে (অর্থাৎ একের পর এক বহু সংখ্যক কুমারীর সাথে মিলিত হতে থাকবে। আল্লাহ ব্যস্তা বলতে এটাকেই বুঝিয়েছেন)

(তাফসীরে ইবন কাসীর , আততাবারী)

عن ابن عباس ، قال : قيل : يا رسول الله أنفضي إلى نسائنا في الجنة كما نفضي إليهن في الدنيا ؟ قال : والذي نفس محمد بيده إن الرجل ليفضي في الغداة الواحدة إلى مائة عذراء

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল (ﷺ) কে প্রশ্ন করা হয়েছিল হে আল্লাহর রসূল (ﷺ) জান্নাতে আমরা কি আমাদের স্ত্রীদের সাথে মিলিত হব যেভাবে আমরা তাদের সাথে দুনিয়াতে মিলিত হই তিনি বললেন, হ্যাঁ মুহাম্মাদের প্রাণ যার হাতে তার

শপথ একজন পুরুষ এক সকালেই ১০০ কুমারীর সাথে মিলিত হবে।

(আল জামে/দুররে মানছুর)

এই হাদীস সম্পর্কে ইবন আল কায়্যেম বলেন,

و زيد هذا قال فيه ابن معين صالح و قال مرة لا شيء و قال مرة ضعيف يكتب حديثه و كذلك قال ابو حاتنم و قال الدارقطني صالح و ضعفه النسائي قال السعدي متماسك قلت وحسبه رواية شعبة عنه

এই হাদীসের রাবী যায়েদ সম্পর্কে ইবন মুইন বলেন, সে নেককার ব্যক্তি কিন্তু মুররা বলেছেন, সে কিছুই নই, সে দুর্বল তবে তার হাদীস লেখা যায়। আবু হাতীমও এমনই বলেছেন দারেকুতনী বলেছেন সে নেককার ব্যক্তি। নাসাঈ তাকে দুর্বল বলেছেন আসসা'দী বলেছেন সে আস্থাভাজন ব্যক্তি ইবন কায়্যেম বলেন সে নির্ভর যোগ্য হওয়ার জন্য এই যথেষ্ট যে, শু'বা তার নিকট হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন (হাদীল আরওয়াহ)

অর্থাৎ ইবন আল কায়্যিম হাদীসটি গ্রহনযোগ্য বিবেচনা করেছেন।

অন্য একটি সহীহ হাদীসে অনুরুপ বর্ণনা এসেছে।

إن الرجل ليصل في اليوم إلى مائة عذراء . يعني : في الجنة

নিশ্চয় জান্নাতের একজন পুরুষ একদিনে একশত কুমারী মেয়ের সাথে মিলিত হবে। (আলবানী তার সিলসিলাতুস সহীহাতে হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

সুতরাং, এই হাদীসটি পূর্বের হাদীসটিকে সত্যায়ন করে।

প্রশ্ন হতে পারে যে সকল নারীদের সাথে একবার মিলিত হবে তাদের সাথে কি পুনরায় আর মিলন হবে না?

عن أبي سعيد ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ، أهل الجنة إذا جامعوا نساءهم عادوا أبكارا

আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেন, জান্নাত বাসীরা যখনই তাদের স্ত্রীদের সাথে মিলিত হবে তখনই সেসব স্ত্রীরা আবার কুমারী হয়ে যাবে। (তিবরানী, হাদীল আরওয়াহ)

عن أبي هريرة : عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قيل له : أنطأ في الجنة ؟ قال : (نعم والذي نفسي بيده دحما دحما فإذا قام عنها رجعت مطهرة بكرا

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আল্লাহর রসূল (ﷺ) কে পশ্ন করা হল আমরা কি জান্নাতে আমাদের স্ত্রীদের সাথে মিলিত হব? তিনি বললেন, হ্যাঁ যার হাতে আমার প্রান তার শপথ এবং সে সময় তোমরা তাদের খুবই শক্ত ভাবে আলিঙ্গন করবে আর যখনই তাদের রেখে উঠে দাড়াবে তারা পুণরায় পবিত্র হয়ে যাবে, কুমারী হয়ে যাবে। (সহীহ ইবন হিব্বান, সিলসিলাতুল আহাদীস আসসাহীহাহ হাঃ ৩৩৫১ আলবানী সহীহ বলেছেন)

عن أبي أمامة ، قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : هل يتناكح أهل الجنة ؟ قال : إي والذي بعثني بالحق ، دحاما دحاما ، وأشار بيده ، ولكن لا مني ولا منية

আবু উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, জান্নাতবাসীরা কি জান্নাতে স্ত্রীর সাথে মিলিত হবে? তিনি বললেন হ্যাঁ । যার হাতে আমার প্রান তার শপথ

তারা তখন মেয়েগুলোকে ভীষন ভাবে চেপে ধরবে রসূলল্লাহ (ﷺ) হাত দিয়ে ইশারা করে দেখালেন তিনি (ﷺ) আরও বললেন কিন্তু সেখানে মানী (বীর্য) নির্গত হবে না মৃত্যুও নেই। (আবু নাঈম আল ইসপাহানীর সিফাতুল জান্নাহ)

হাদীসটি দুর্বল তবে তা পুরোপুরিভাবে আগের সহীহ হাদীসটির সারে সামঞ্জস্যপুর্ণ। এখানে কেবল এতটুকু বলা হয়েছে যে রসূলুল্লাহ (ﷺ) হাত দ্বারা ইশারা করলেন এবং বললেন কোন মানী নেই মৃত্যুও নেই এদুটি বিষয়ই কোরআন দ্বারা প্রমাণিত জান্নাতদের মৃত্যু না থাকার বিষয়ে আল্লাহ বলেন

لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ فَضْلًا مِنْ رَبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ [الدخان/٥٦، ٥٧]

প্রথম মৃত্যুর পর তারা সেখানে আর মৃত্যুবরণ করবে না এবং তাদের রব তাদের ভীষন শাস্তি হতে মুক্তি দেবেন এটা তোমার রবের অনুগ্রহ মাত্র এটা এক মহা সফলতা (দুখান / ৫৬,৫৭)

আর মানির বিষয়টি পবিত্রতার ব্যাখ্যাতেই আলোচিত

হয়েছে।

আল্লাহর রসূল (ﷺ) হাত দ্বার ইশারা করে দেখালেন এ কথাটি সহীহ হাদীসটিতে উল্লেখ না থাকলেও শক্ত ভাবে আলিঙ্গন করার কথা সেখানেও উল্লেখিত রয়েছে এঅর্থে আরবীতে (دحما) দাহমান শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যার অর্থ সম্পর্কে ইবন আল আছির বলেন

هُو النِّكاحُ والوَطءُ بدَفْعٍ وإزْعاجٍ . وإنْتِصَابُه بفعل مُضْمَرٍ : أي يَدْحَمُون دَحْماً . والتَّكرير للتأكيد وهو بمنْزلة قَوْلك لَقيتُهم رَجُلاً رَجُلاً : أي دَحْماً بَعْد دَحْم

এর অর্থ হল সহবাসের সময় স্ত্রীর উপর তীব্র চাপ প্রয়োগ করা বা তাকে আন্দোলিত করার মাধ্যমে তাকে ব্যতিব্যাস্ করে তোলা হাদীসে বলা হয়েছে দাহমান দাহমান অর্থাৎ শব্দটি দুবার ব্যবহার করা হয়েছে এর অর্থ একের পর এক অনবরত এমন করতে থাকা। (আন নিহাইয়া)

দুনিয়াতেও পুরুষদের পক্ষ হতে মেয়েদের উপর এমনটিই হয়ে থাকে অন্য একটি হাদীসে এসেছে,

إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل

যখন কোন পুরুষ তার স্ত্রীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাঝে অবস্থান গ্রহন করে এবং তাকে পরিশ্রান্ত করে তখনই তার উপর গোসল ওয়াজিব হয়ে যায়। (বুখারী ও মুসলিম)

সাহাবারা যখন জান্নাতে স্ত্রী মিলন হবে কি না এবিষয়ে প্রশ্ন করলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) তাদের জানিয়ে দিলেন শুধু মিলন হবে তাই নয়, বরং দুনিয়াতে যেমন তোমরা মেয়েদের নিজেদের ইচ্ছামত ব্যবহার করে থাক জান্নাতের হরীণ নয়না হুরেরাও তোমাদের বাহুবন্ধনে তোমাদের ইচ্ছমত আন্দোলিত হবে এবং অতিমাত্রায় পিষ্ট হবে যেন তারা তোমাদের দাসী মাত্র কারণ তাদের সৃষ্টিই করা হয়েছে তোমাদের মনতুষ্টির জন্য। তবে পার্থক্য এই যে দুনিয়াতে স্ত্রীরা অভিযোগ করে, অবাধ্য হয় বা বিরক্তি প্রকাশ করে কিন্তু চিরযৌবনা সেসব মায়াবিনারা তোমাদের কাছে অতিরিক্ততার অভিযোগ করবেনা ক্লান্তি হয়ে বিশ্রাম নেবেনা বরং তুমি যেমন তাকে উপভোগ করছ সেও তোমাকে উপভোগ করবে।

وأزواج مطهرة قلت يا رسول الله ولنا فيها أزواج أو منهن مصلحات قال الصالحات للصالحين تلذونهن

مثل لذاتكم في الدنيا ويلذذن بكم غير ان لا توالد

আল্লাহর রসূল (ﷺ) পবিত্রা স্ত্রীদের কথা উল্লেখ করলে একজন সাহাবী প্রশ্ন করলেন তাদের মধ্যে কি নেককার স্ত্রী থাকেবে? তিনি (ﷺ) বললেন, নেককার নারীরা নেককার পুরুষদের জন্য, তোমরা তাদের উপভোগ করবে যেভাবে দুনিয়াতে করে থাক এবং তারা তোমাদের উপভোগ করবে কিন্তু কোন সন্তান জন্মাবে না। (হাকিম তার মসতাদরাকে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ আয-যাহাবী অবশ্য হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন)

যে তোমাকে উপভোগ করে তার সাথে মিলিত হওয়ার তৃপ্তি কেমন হতে পারে! তার অঙ্গ পত্যঙ্গ স্থীর থাকবেনা। যে স্থানে হাত রাখলে তুমি শিহরিত হও তারা সে স্থানেই হাত রাখবে এভাবে তার প্রতিটি সঞ্চালন হবে তোমার চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে।

আল্লাহ বলেন,

إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا [الواقعة/٣٥-٣٧]

আমি তাদের সৃষ্টি করেছি পরিপুর্নভাবে এবং তাদের

করেছি কুমারী তারা প্রেমময় ও সমবয়স্কা। (আল ওয়াকিয়া/৩৫-৩৭)

এই আয়াতে ব্যবহৃত **উরুবান** শব্দটির ব্যাখ্যায় ইবন আল কায়্যিম বলেন,

قال ابن الاعرابي العروب من النساء المطيعة لزوجها المتحببة اليه وقال ابو عبيدة العروب الحسنة التبعل قلت يريد حسن مواقعها وملاطفتها لزوجها عند الجماع وقال المبرد هي العاشقة لزوجها

ইবন আল আরাবী বলেন আরুব বলা হয় ঐসব মেয়েদের যারা স্বামীর অনুগত এবং স্বামীকে ভাষণ প্রিয় জ্ঞান করে আবু উবাইদ বলেছেন যারা স্বামির সাথে উত্তম সঙ্গ দেয়। ইবন আল কায়্যিম বলেন তার উদ্দেশ্য হল যেসব মেয়েরা সহবাসের সময় নমনিয়তা অবলম্বন করে এবং উত্তম মুয়ামেলাত করে (যা করলে বা বললে স্বামী খুশী হয় সে তাই করবে এক্ষেত্রে সে কোনরুপ লজ্জা করবে না) (হাদীল আরওয়াহ)

দুনিয়ার কোন মেয়ে ওভাবে তোমাকে তৃপ্ত করতে পারবে না। বেশিরভাগ সময়ই তারা বুঝতে পারেনা তুমি কি চাও। ওদের পিছনে সময় ব্যায় করে

আখিরাতের এই মহা মুল্যবান রত্ন হারানো বোকার পরিচয় বৈ কি! দুনিয়ার অপবিত্র ও অসুচি মেয়েদের প্রেমে পড়ে যার জীবন যৌবন খোয়াচ্ছে তাদের পিছু নিও না। নিজেকে এসব মায়াবী হরিণের প্রেমে ডুবিয়ে দাও। নিজের জীবনকে আল্লাহর রাস্তায় রক্ত রঙিন করে ফেল অনন্ত যৌবনারা তোমাকে রঙিন সাগরে ডুবিয়ে রাখবে।

فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : والذي بعثني بالحق ، ما أنتم في الدنيا بأعرف بأزواجكم ومساكنكم من أهل الجنة بأزواجهم وبمساكنهم ، فيدخل كل رجل منهم على اثنتين وسبعين زوجة مما ينشيء الله عز وجل ، وثنتين آدميتين من ولد آدم عليه السلام ، ولهم فضل لعبادتهما الله في الدنيا ، فيدخل الأول منهم في غرفة من ياقوتة على سرير من ذهب مكلل باللؤلؤ ، وعليها سبعون حلة من سندس وإستبرق ، ثم يضع يده بين كتفيها ، ثم ينظر إلى يده من صدرها من وراء ثيابها وجلدها ولحمها ، وإنه لينظر إلى مخ ساقها ، كما ينظر أحدكم إلى السلك في قصبة الياقوت ، كبدها له مرآة وكبده لها مرآة ، فبينما هو عندها لا يملها ولا تمله ، ما يأتيها مرة إلا وجدها عذراء ، ما يفتر ذكره ، ولا يشتكي

قبلها ، فبينما هو كذلك إذ نودي : إنا قد عرفنا أنك لا تمل ، إلا أنه لا مني ولا منية ، إلا أن لك أزواجا غيرها ، فيخرج فيأتيهن واحدة واحدة ، كلما جاء واحدة قالت : والله ما أرى في الجنة شيئا أحسن منك ، وما في الجنة شيء أحب إلي منك ،

আল্লাহর রসূল (ﷺ) প্রায়ই বলতেন যার হাতে আমার প্রান তার শপথ যিনি আমাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন তোমরা দুনিয়াতে তোমাদের স্ত্রী ও বাসস্থানের সাথে যতটুকু পরিচিত জান্নাতবাসীরা তাদের স্ত্রী ও বাসস্থানের সাথে তার থেকেও বেশি পরিচিত হবে। তাদের মধ্যকার প্রতিটি ব্যক্তি আল্লাহ যেসব নারী সৃষ্টি করেছেন তাদের মধ্যে ৭২ জনের মালিক হবে। ঐ সমস্ স্ত্রীদের মধ্যে ২ জন হবে আদমের বংশধর (অর্থাৎ মানুষ) অন্যদের উপর তাদের মর্যাদা থাকবে কারণ তারা আল্লাহর ইবাদত করত। ঐসমস্ স্ত্রীদের মধ্যে প্রথমটি ইয়াকুতের তৈরী একটি ঘরে প্রবেশ করবে একটি রত্নদ্বারা বেষ্টিত সোনার তৈরী খাটের উপর শায়িত হবে। তার গায়ে সুনদুস ও ইস্ াবরাকের ৭০ টি পোশাক থাকবে। পুরুষটি তার হাত মেয়েটির কাধের মাঝে রাখবে সে তার হাত মেয়েটির

বুকের ভিতর দিয়ে সমস্ পোশাক, হাড় চামড়া ও মাংস ভেদ করে দেখতে পাবে। এবং সে মেয়েটির হাড়ের ভিতর যে মজ্জা আছে তাও দেখতে পাবে। যেভাবে সচ্ছ রত্নের ভিতর যে সুতা থাকে তোমরা তা দেখতে পাও। মেয়েটির কলিজা হবে ছেলেটির জন্য আয়নার মত এবং ছেলেটির কলিজা হবে মেয়েটির জন্য আয়নার মত। ছেলেটি মেয়েটির সাথে মিলিত হবে মেয়েটি তাকে ক্লান্ করতে পারবে না সেও মেয়েটিকে ক্লান্ করতে পারবে না। ছেলেটি যত বারই মেয়েটির নিকট আসবে তাকে কুমারী অবস্থায় পাবে। পুরুষের বিশেষ স্থান কখনই নমনিয় হবে না এবং মেয়েদের উক্ত স্থান কখনই (অসহনীয়তার) অভিযোগ করবে না। এই অবস্থা যখন (দীর্ঘক্ষন চলতে থাকবে) তখন একটি ঘোষনা শোনা যাবে। আমরা জানি তুমি কখনই ক্লান্ হবে না কিন্তু জান্নাতে তো মানি (বীর্য) নেই (অর্থাৎ সে জন্য অপেক্ষা করার দরকার নেই) আর তোমার অন্য অনেক স্ত্রী রয়েছে (সুতরাং এখন এই মেয়েটিকে ছেড়ে অন্য স্ত্রীদের প্রতি মনযোগ দাও) তারপর সে একে একে প্রতিটি স্ত্রীর নিকট যাবে। সে যে স্ত্রীর নিকটই যাবে সে বলবে আল্লাহর কসম জান্নাতের ভিতর আপনার চেয়ে বেশি সুন্দর অন্য

কিছুই আমি দেখিনি। এবং আপনি আমার নিকট অন্য যে কোন বস্তুর তুলনায় বেশি প্রিয়।

(হাদীল আরওয়াহ ইবন আল কয়্যিম)

এই হাদীস উল্লেখের পর তিনি বলেন

و الذي تفرد به اسماعيل بن رافع وقد روي له الترمذي وابن ماجة وضعفه احمد و يحيى و جماعة و قال الدار قطني و غيره متروك الحديث و قال ابن عدي عامة احاديثه فيها نظر و قال الترمذي ضعفه بعض أهل العلم و سمعت محمدا يعني البخاري يقول هو ثقة مقارب الحديث و قال لي شيخنا ابو الحجاج الحافظ هذا الحديث مجموع من عدة احاديث ساقه اسماعيل او غيره هذه السياقة و شرحه الوليد بن مسلم في كتاب مفرد و ما تضمنه معروف في الاحاديث و الله اعلم

এই হাদীসটি ইসমাইল ইবন আররাফি এককভাবে বর্ণনা করেছেন তিরমিযী, এবং ইবন মাযা তার নিকট হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন তবে আহমদ, ইয়াহইয়া এবং আরও অনেকে তাকে দুর্বল বলেছেন দারে কুতনী এবং অন্যন্যরা বলেছেন তার হাদীস গ্রহন যোগ্য নয়

তবে তিরমিযী বলেছেন আমি ইমাম বুখারীকে বলতে শুনেছি সে নির্ভরযোগ্য, তার হাদীস গ্রহণ করা যায় (ইবনে কায়্যেম বলেন) আমাকে আমাদের শায়খ হাফিজ আবুল হাজ্জাজ বলেছেন এই হাদীস অনেকগুলো হাদীসের সমষ্টি ইসমাঈল এবং অন্যরা সেসব হাদীস বর্ণনা করেছেন। আলওয়ালীদ ইবন মুসলিম সেসব হাদীস সম্পর্কে পৃথক একটি বইও রচনা করেছেন আর এই হাদীসে যা কিছু উল্লেখিত রয়েছে তার সবই অন্যান্য হাদীসে উল্লেখিত ও পরিচিত অআল্লাহই ভাল জানেন। (হাদীল আরওয়াহ)

সুবহানাল্লাহ! এ আনন্দ ও তৃপ্তির কথা কল্পনা হতেই দুনিয়ার আনন্দ ফিকে হয়ে যায়। মনি মানিক্যের মত সুন্দরী মেয়েদের সাথে ইয়াঅকুতের তৈরী ঘরের ভিতর সোনার খাটে অতি লম্বা সময় মিলিত হওয়ার জন্য, তাদের মুখে প্রেম ভালবাসার কথা শুনার জন্য কি দুনিয়ার এই তুচ্ছ আনন্দ পরিত্যাগ করা যায় না ! বেশিরভাগ সময়ই যা বয়ে আনে অবসাদ ও অনুসূচনা।

স্বামীদের জন্য হুরদের ভালবাসা

عن معاذ بن جبل : عن النبي صلى الله عليه و سلم

قال لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا

মুয়াজ ইবন জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন, দুনিয়াতে যদি কোন পুরুষকে তার স্ত্রী কষ্ট দেয় তবে তার জান্নাতের স্ত্রী বলে। ওরে হতভাগিনী! ওকে কষ্ট দিসনে ও তো তোর কাছে কয়দিনের জন্য রয়েছে মাত্র। দ্রুতই সে আমাদের নিকট চলে আসবে। (তিরমিযী, কিতাবুর রিদা / মুসনাদে আহমদ / রিয়াদুস সালিহীন / সিলসিলাতু আসসহীহাহ - আলবানী সহীহ বলেছেন)

দূর থেকেই যে আপনাকে এত ভালবাসে যখন আপনি তার সাথে একত্রে অবস্থান করবেন তখন আপনার প্রতি তার ভালবাসা কোন পর্যায়ের হতে পারে !

٢١ - حدثنا محمد قال حدثنا بن رحمة قال سمعت بن المبارك عن سفيان بن عيينة عن بن أبي نجيح عن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي قال : إذا التقى الصفان أهبط الله الحور العين إلى السماء الدنيا فإذا رأين الرجل يرضين مقدمه قلن اللهم ثبته فإن نكص احتجبن منه وإن هو قتل نزلتا إليه فمسحتا عن وجهه

التراب وقالتا اللهم عفر من عفره وترب من تربه

সুফইয়ান ইবন উয়াইনা উবাইদ ইবন উমাইর আললাইসী থেকে বর্ণনা করেন, যখন কাফির এবং মুসলিমরা মুখোমুখি হয় তখন আল্লাহ (ﷻ) হুরদের প্রথম আসমানে নামিয়ে দেন। যখন তারা দেখে তাদের স্বামী সামনে অগ্রস্বর হচ্ছে তারা বলে হে আল্লাহ তাকে দৃঢ় রাখ। আর যদি সে পালিয়ে যায় তবে তারা পর্দার অভ্যন্রে চলে যায়। আর যদি সে নিহত হয় তবে তারা নিচে নেমে আসে এবং তার চেহারা হতে ধুলাবালি ঝেড়ে ফেলে এবং বলে, হে আল্লাহ যে তাকে ধুলামলিন করেছে তুমিও তাকে ধুলামলিন কর হে আল্লাহ যে তাকে ধুলামলিন করেছে তুমিও তাকে ধুলামলিন কর। (আব্দুল্লাহ ইবন আলমুবারক কিতাবুল জিহাদে, হাকেম তার মুসতাদরাকে)

মুস্তাদরাকে হাকেমের রেওয়ায়েতে এসেছে

فتمسحان الغبار عن وجهه فيقول لهما أنا لكما و تقولان : إنا لك و يكسى مائة حلة لو حلقت بين إصبعي هاتين ـ يعني السبابة و الوسطى ـ لوسعتاه ليس من نسج بني آدم و لكن من ثياب الجنة

তারা যখন তার মুখ হতে ধুলি ঝেড়ে ফেলবে তখন সে বলবে আমি তোমাদের আর তারা বলবে আমরা তোমার। তারপর তাকে ১০০ টি পোশাক পরান হয়। যদি সবগুলোকে একত্রে ভাজ করা হয় তবে দুআঙ্গুলের মধ্যবর্তী স্থানই সেগুলোকে ধারন করতে পারবে। সে পোশাক কোন মানুষের তৈরী নয় বরং তা জান্নাতী পোশাক।

عن علي ، قال : ذكر النار ، فعظم أمرها ، ثم أخفضه ، ثم قال : وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا انتهوا إلى باب من أبوابها وجدوا عنده شجرة يخرج من تحت ساقها عينان تجريان ، فعمدوا إلى إحداهما كأنما أمروا به ، فشربوا منها فأذهب ما في بطونهم من أذى ، أو بأس ، ثم عمدوا إلى الأخرى ، فتطهروا منها ، فجرت عليهم نضرة النعيم ، فلم تغير أشعارهم بعدها أبدا ، ولا تشعث رءوسهم كأنما دهنوا بالدهان ، ثم انتهوا إلى الجنة فقالوا : سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين ، ثم تلقاهم الولدان فيطوفون كما يطيف أهل الدنيا بالحميم ، فقدم عليهم من غيبته يقولون له : أبشر أعد الله لك من الكرامة كذا ، قال : ثم ينطلق غلام من أولئك الولدان إلى بعض أزواجه من الحور العين ، فيقول : قد جاء

فلان باسمه الذي كان يدعى به في الدنيا ، قالت : أنت رأيته ، فيقول : أنا رأيته ، وهو بأثري فيستخف إحداهن الفرح ، حتى تقوم على أسكفة بابها ، فإذا انتهى إلى منزله نظر إلى أساس بنيانه ، فإذا جندل اللؤلؤ فوقه صرح أخضر ، وأحمر ، وأصفر من كل لون ، ثم رفع رأسه ، فنظر إلى سقفه ، فإذا يلمع كالبرق ، ولولا أن الله عز وجل قدره له لألم أن يذهب بصره ، ثم طأطأ رأسه ، فإذا أزواجه ، وأكواب موضوعة ، ونمارق مصفوفة ، وزرابي مبثوثة ، ثم اتكئوا فقالوا : الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ، ثم ينادي مناد ، تحيون فلا تموتون أبدا ، وتقيمون فلا تظعنون أبدا ، وتصحون أراه قال : فلا تمرضون أبدا قال أبو إسحاق : كذا قال

আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি জাহান্নামের ভয়াবহতার কথা উল্লেখ করলেন তারপর কিছুক্ষন মাথা নিচু করে রাখলেন তারপর বললেন,

মুত্তাকীদের দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা জান্নাতে দরজার নিকট পৌছে যাবে সেখানে তারা একটি গাছের গুড়ি থেকে দুটি ঝর্ণা

প্রবাহিত দেখতে পাবে তারা একটি ঝর্ণা নিকটবর্তী হয়ে সেখান থেকে পান করলে তাদের পেটে যা কিছু অপবিত্র বা ক্ষতিকর বস্তু ছিল তার দূর হয়ে যাবে। তারপর তারা অন্য ঝর্ণাটির নিকট যাবে এবং সেখান হতে পবিত্রতা অর্জন করবে। তারপর হতে তাদের চোখে মুখে খুশির চিহ্ন ফুটে উঠবে তাদের চুল আর কখনও পরিবর্তিত ও এলোমেলো হবে না যেন খুব উত্তমরুপে তেল দেওয়া হয়েছে। তারপর তারা জান্নাতে পৌছে যাবে এবং তাদের বলা হবে সালামুন আলাইকুম নিশ্চয় আপনারা খুবই সৌভাগ্যবান অতএব চিরস্থায়ীভাবে এখানে বসবাস করুন। সাথে সাথেই ছোটছোট বাচ্চারা তাকে নিয়ে আমোদ ফুর্তিতে মেতে উঠবে যেভাবে দুনিয়াবাসী তাদের প্রিয়জনকে দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর আসতে দেখলে তাকে নিয়ে আনন্দ করে। তারা বলতে থাকবে আপনি সুসংবাদ গ্রহন করুন আল্লাহ আপনার জন্য এই এই সম্মান প্রস্তুত রেখেছেন। ঐ সমস্ বালকদের মধ্য হতে একজন বালক দ্রুত উক্ত ব্যাক্তির স্ত্রীদের নিকট হাজীর হয়ে বলবে অমুক এসেছে। ঐ বালক ব্যাক্তিটির সেই নাম উল্লেখ করবে যার মাধ্যমে তাকে দুনিয়াতে ডাকা হত। শুনে তার স্ত্রী ভীষন খুশি হয়ে বলবে,

তুমি তাকে দেখেছ?

বালকটি বলবে হ্যাঁ, আমি উনাকে দেখেছি এবং তিনি আমার পিছনেই আসছেন। এরপর ঐসকল স্ত্রীদের প্রত্যেকে খুশিতে আত্মহারা হয়ে যাবে তারা দরজায় দাড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাকবে। তারপর যখন সে তার বাসস্থানে পৌছে যাবে দেখতে পাবে রত্নের পাথরের উপর সবুজ, লাল, হলুদ বিভিন্ন রংএর প্রাসাদ। তারপর সে তার মাথা উত্তলন করে ছাদের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখতে পাবে তা যেন বিদ্যুতের মত চমকাচ্ছে। যদি আল্লাহ পূর্ব হতেই এমন সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত না করতেন যে, জান্নাতীরা ব্যাথা পাবেনা তবে তার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে যেত। তারপর সে তার মাথা নিচু করলে দেখতে পাবে অসংখ্য স্ত্রী, সাজানো পাত্র আর সারি সারি আসন এবং বিছানো কার্পেট। তারপর সেখানে তারা হেলান দিয়ে বসবে এবং বলবে,

সেই আল্লাহর প্রশংসা যিনি আমাদের এ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন তিনি পথ না দেখালে আমরা কখনই পথ পেতাম না।

তারপর একজন ঘোষক ঘোষনা করবে, তোমরা

এখানে জীবিত অবস্থায় থাকবে কখনও মৃত্যুবরন করবে না। তোমরা এখানে চিরস্থায়ী হবে কখনও এখান হতে তোমাদের বের হতে হবে না। তোমরা এখানে সুস্থ অবস্থায় থাকবে কখনও অসুস্থ হবে না। (আততারগীব ওয়া তারহীব বাবুন ফি সিফাতি দুখুলি আহলিল জান্নাহ আলজান্নাহ .....)

একই ধরনের আরও একটি বর্ণনাতে এসেছে

عن علي رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية { يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا } قال قلت يا رسول الله ما الوفد إلا ركب قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنهم إذا خرجوا من قبورهم استقبلوا بنوق بيض لها أجنحة عليها رحال الذهب شرك نعالهم نور يتلألأ كل خطوة منها مثل مد البصر وينتهون إلى باب الجنة فإذا حلقة من ياقوتة حمراء على صفائح الذهب وإذا شجرة على باب الجنة ينبع من أصلها عينان فإذا شربوا من أحدهما جرت في وجوههم بنضرة النعيم وإذا توضؤوا من الأخرى لم تشعث أشعارهم أبدا فيضربون الحلقة بالصفيحة فلو سمعت طنين الحلقة يا علي فيبلغ كل حوراء أن زوجها قد

أقبل فتستخفها العجلة فتبعث قيمها فيفتح له الباب فلولا أن الله عز وجل عرفه نفسه لخر له ساجدا مما يرى من النور والبهاء فيقول أنا قيمك الذي وكلت بأمرك فيتبعه فيقفو أثره فيأتي زوجته فتستخفها العجلة فتخرج من الخيمة فتعانقه وتقول أنت حبي وأنا حبك وأنا الراضية فلا أسخط أبدا وأنا الناعمة بلا أبأس أبدا وأنا الخالدة فلا أظعن أبدا

আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আল্লাহর রসূল (ﷺ) কে প্রশ্ন করলেন আল্লাহ বলেন, (يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا) অর্থাৎ সেদিন মুত্তাকীদের মেহমান অবস্থায় রহমানের সম্মুখে হাজির করা হবে আলী (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল (ﷺ) বাহন ছাড়া কি মেহমান হয়? আল্লাহর রসূল (ﷺ) বললেন যার হাতে আমার প্রান তার শপথ যখনই তারা তাদের কবর হতে বের হবে তখনই তাদের সাদা উঠের পিঠে তোলা হবে ঐ সমস্ উঠের পাখা থাকবে এবং তার পিঠের উপর আসনটি হবে সোনার তৈরী তাদের জুতার ফিতা হবে নূর এবং তা চকচক করবে প্রতি পদক্ষেপে তারা দৃষ্টির স্বীমা পর্যন্ ভ্রমন করবে যখন তারা জান্নাতের নিকটবর্তী

হবে দেখতে পাবে জান্নাতের দরজার বালা সমূহ লাল ইয়াকূত পাথরের তৈরী এবং তার নিচের পাতটি সোনার। জান্নাতের দরজার নিকটেই তারা একটি গাছ দেখতে পাবে যার গোড়া হতে দুটি ঝর্ণা প্রবাহিত হবে। ঐ দুটি ঝর্ণার একটি হতে তারা যখন পান করবে তাদের চেহারাতে খুশির চিহ্ন ফুটে উঠবে আর অন্যটিতে ওযু করার পর তাদের চুল আর কখনও এলোমেলো হবে না। তারপর তারা জান্নাতের দরজায় অবস্থিত ইয়াকূতের বালা দ্বারা সোনার পাতে আঘাত করলে সেই আওয়াজ শুনে প্রতিটি হুর বুঝে যাবে যে, তাদের স্বামী আগমন করেছে। তারা খুবই তাড়াহুড়া শুরু করে দেবে এবং খাদেমকে পাঠাবে খোজ নেওয়ার জন্য। খাদেম দরজা খুলে দেবে। যদি আল্লাহ পুর্ব হতেই তার অন্তরে খাদেম চিনিয়ে না দিতেন তবে সে খাদেমকে দেখামাত্র সাজদা করে বসত। তার মুখে যে নূর ও উজ্জলতা দেখতে পাবে সে কারণে। খাদেম বলবে আমি আপনার খাদেম ফলে সে তাকে অনুসরণ করে তার স্ত্রীর নিকট গমন করবে। তার স্ত্রী চঞ্চল হয়ে উঠবে এবং তাবু হতে বের হয়ে তাকে আলিঙ্গন করবে এবং বলতে থাকবে আপনি আমার ভালবাসা আর আমি আপনার ভালবাসা। আমি চিরসন্তুষ্ট কখনও

রাগান্বিত হব না, আমি প্রফুল্ল কখনও বিষন্ন হব না, আমি চিরকাল অবস্থান করব কখনও বিদায় নেব না। (ইবন আবিদদুনইয়া ফি সিফাতিল জান্নাহ, আততারগীব ওয়াততারহাব, ইবন আল কয়্যিম হাদিল আরওয়াহ)

এই দুটি হাদীসকে আলআলবানী দুর্বল বলেছেন কিন্তু হাদীস দুটিতে যা বলা হয়েছে তা অন্যন্য হাদীস দ্বারা সমর্থিত। প্রথম হাদীসটি সহীহ। সেখানে বলা হয়েছে দুনিয়াতে কোন জান্নাতী ব্যক্তিকে তার স্ত্রী কষ্ট দিলে জান্নাতে অবস্থিত তার জন্য নির্ধারিত হুর ঐ স্ত্রীকে ভৎসনা করে সুতরাং যে জান্নাত থেকেই তার স্বামীর প্রতি এত মমতাময়ী সে যে তাকে চোখের সামনে উপস্থিত দেখলে আনন্দে চঞ্চল হয়ে দিকবিদিক হারিয়ে ফেলবে এত মোটেও অত্যুক্তি নেই।

বর্ণিত আছে,

فيرجع الرجل إلى خيمته من لؤلؤةٍ مجوفة ، فتستقبله الحوراء فتحمله على فخذها وتسقيه العسل بكأس الفضة من يدها ثم تمسح فمه بفمها ثم تقول يا ولي

الله وعزة ربي ما رأيت في الجنة أجمل منك قط
فيقول وأنت والله ما رأيت في الجنة أجمل منكِ قط

জান্নাতীরা জান্নাতের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ শেষে নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তণ করবে তখন তাদের স্ত্রীরা তাদের সাথে সাক্ষাত করবে তাদের নিজের কোলে বসিয়ে রুপার পাত্র হতে মধু পান করাবে। এবং বলবে, আল্লাহর কসম আমি জান্নাতে আপনার চেয়ে বেশি সুন্দর কিছু দেখিনি।

সবার উচিৎ প্রতাক্ষারত সেই স্ত্রীর খুশি ও আনন্দ উপভোগ করার জন্য নিজেকে তৈরী করা। যাদের সৌন্দর্য সম্পর্কে আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেন।

ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت مابينهما ولملأت ما بينهما ريحا ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيه

যদি জান্নাতের কোন নারী পৃথিবীর দিকে উকি দিত তবে আকাশ ও পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ সমস্ত কিছু আলোকিত হয়ে যেত আর উভয়ের অভ্যন্তরভাগ সুগন্ধে ভরে যেত। আর তার মাথার উপর যে ওড়নাটি থাকবে তা দুনিয়া ও তাতে যা কিছু আছে তা অপেক্ষা উত্তম।

(বুখারী কিতাবুর রিকাক বাবু সিফাতিল জান্নাহ ..... ,তিরমিযী, মিশকাত, আততারগীব ওয়াত তারহীব, ইবন হিব্বান , মুসনাদে আহমদ)

স্বামী এবং স্ত্রীর ভালবাসা বলতে সাধারনত একটি বিশেষ বিষয়কেই বুঝিয়ে থাকে। একজন স্ত্রী তার স্বামীকে ভালবাসে এর অর্থ সে তার সাথে মিলিত হতে ভীষনভাবে আগ্রহী। যদি কারও স্ত্রী তাকে নিজের জীবনের চেয়েও বেশি ভালবাসে কিন্তু তার সাথে নির্জনবাসের ব্যাপারে তার আগ্রহে কোন কমতি থাকে তবে তার স্বামী কখনই সুখী নয় এমনও বলা যায় না যে সে তার স্বামীকে ভালবাসে। স্বামী স্ত্রীর ভালবাসা কেবল তখনই পূর্ণতা পায় যখন উভয়ে উভয়ের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হয় এজন্য পুরুষের সক্ষমতার পাশাপাশি মেয়েদের আকাঙ্খার তীব্রতারও প্রয়োজন রয়েছে

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور

আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেন, যদি কোন পুরুষ প্রয়োজন পুরনের জন্য তার স্ত্রীকে ডাকে তবে সে তার ডাকে সাড়া দিক যদিও সে রান্নার কাজে ব্যাস্ থাকে।

(তিরমিযী, মিশকাত, রিয়াদুস সালিহীন, আলআলবানী সহীহ বলেছেন)

(إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح)

যখন কোন পুরুষ স্বীয় প্রয়োজনে তার স্ত্রীকে ডাকে আর সে আসতে অস্বীকার করে তবে সকাল হওয়ার আগ পর্যন্ ফেরেস্তারা তার উপর অভিশাপ বর্ষণ করে। (মুত্তাফাকুন আলইহি)

এই যদি হয় দুনিয়ার স্ত্রীদের উপর নির্দেশ তবে জান্নাতের হুরদের অবস্থা কেমন হবে! কিন্তু স্বামীর এই অধিকার পরিপূর্ণভাবে আদায় করা কোনও স্ত্রীর পক্ষেই সম্ভব হবে না যদি না তার মধ্যেও স্বামীর প্রতি তীব্র আকাঙ্খা বিদ্যমান থাকে।

দুর্বলভাবে বর্নিত একটি হাদীসে এসেছে

خير نسائكم العفيفة الغَلِمة

সর্বত্তম স্ত্রী সে যে স্বামীর নিকট উত্তেজিত চাহিদা সম্পন্ন অথচ অন্য সময় লাজুক ও স্বতি। (আলজামি)

হাদীসটি সনদের দিক থেকে দর্বল হলেও তার মমার্থ

যে সঠিক তা পূর্বের আলোচনা হতেই স্পষ্ট বোঝা গেছে।

জান্নাতের হুরদের অনন্য গুনাবলীর মধ্যে এটাও একটা যে তারা তাদের স্বামীর প্রতি ভীষনভাবে আকৃষ্ট হবে এবং তাদের দেহ, মন, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পর্যন্ত নির্জন বাসের প্রতি তীব্রভাবে আগ্রহী হবে দীর্ঘ সময় বা বারবার গমন তার আগ্রহে কোনরুপ কমতি ঘটাতে পারবে না, তার চাহিদাও কখনও নিঃশেষ হবে না। আল্লাহ (ﷻ) বলেন

إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ [الواقعة/٣٥-٣٨]

আমি তাদের (দুনিয়ার যেসব মেয়েরা বিবাহিত বা অবিবাহিত অবস্থায় মৃত্যুবরন করার পর জান্নাতী হবে) নতুনভাবে সৃষ্টি করব তারপর তাদের কুমারীতে পরিণত করব। তারা হবে প্রেমময় ও পুরুষদের সমবয়সী।

আয়াতে হুরদের গুনাবলী বর্ণনা প্রসংগে **(عربا) উরুবান** শব্দ ব্যাবহার করা হয়েছে।

তাফসীরে জালালাইনে বলা হয়েছে (وهي المتحببة

(إلى زوجها عشقا له) উরুবান হল সেই সব মেয়েরা যারা স্বামীদের প্রেমে পাগল। আত-তাবারী কাছাকাছি অর্থের কয়েকটি মত উল্লেখ করেছেন

১ . (عن ابن عباس، قوله:(عُرُبًا) يقول: عواشق.) ইবন আব্বাস বলেন, উরুবান (عربا) অর্থ (عواشق) শব্দটি ইশক (عشق) থেকে এসেছে অর্থাৎ তারা স্বামীর প্রতি তীব্রভাবে আকৃষ্ট

২ . ইবন আব্বাস থেকেই বর্নিত আছে (العرب المتحببات المتودّدات إلى أزواجهنّ.) তারা হল ঐ সব মেয়েরা যারা স্বামীর প্রতি তাব্র ভালবাসা রাখে।

৩ . ইকরামাহ থেকে বর্নিত তিনি বলেন (هي المغنوجة.) এরা হল ঐসব মেয়েরা যারা বিভিন্ন আকর্ষনীয় অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে স্বামীকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে।

৪ . সাইদ ইবন জুবাইর বলেন, (العرب اللاتي يشتهين أزواجهنّ) (عرب) হল ঐ সব মেয়েরা যারা তাদের স্বামীদের প্রতি কামনা রাখে।

৫ . আবু উবাইদ বলেন (العَربة: التي تشتهي زوجها؛)

(ألا ترى أن الرجل يقول للناقة: إنها لعَربة؟ আরিবা বলা হয় ঐ সব মেয়েদের যারা স্বামীদের কামনা করে তুমি কি দেখনা উষ্ট্রীকে (একটি বিশেষ সময়) এই নামে অভিহিত করা হয় !

আবুউবাইদের মতটি ইবনে হাযার ফতহুলবারীতে এবং বদরুদ্দীন আলআয়নী উমদাতুলকারীতে উল্লেখ করেছেন।

তাফসীরে আলুসীতে আছে মুজাহীদ এর ব্যাখ্যায় বলেছেন,

أنهن الغلمات اللاتي يشتهين أزواجهن

ওসব মেয়েরা স্বামীদের কামনা করে এবং তাদের ভিতর সে বিষয়ক প্রবল উত্তেজনা রয়েছে।

ইসহাক ইবন আব্দুল্লাহ আননাওয়ফেলী বলেন

العروب الخفرة المتبذلة لزوجها ، وأنشد

আরুব হল ঐসব মেয়েরা যারা এমনিতে ভীষণ লাজুক কিন্তু স্বামীর সাথে মিলিত হওয়ার সময় সব লজ্জা খুইয়ে বসে। তারপর তিনি কোন একজন কবির লেখা একটি কবিতা পড়লেন যার অর্থ

(يعرين عند بعولهن) إذا خلوا ... وإذا (هم خرجوا فهن خفار)

নির্জনে স্বামীর সাথে সহ অবস্থানে তারা পোশাক খুলতেও দ্বিধা করেনা কিন্তু যখনই তাদের স্বামী বের হয়ে যায় তারা ভীষণ লজ্জাশীলতার পরিচয় দেয়।

ইবনে মাযা কর্তৃক বর্ণিত একটি দুর্বল হাদীসে এসেছে,

ما من أحد يدخله الله الجنة إلا زوجه الله عز و جل ثنتين وسبعين زوجة ثنتين من الحور العين وسبعين من ميراثه من أهل النار . ما منهن واحدة إلا ولها قبل شهي . وله ذكر لا ينثني

যাকেই আল্লাহ জান্নাতে প্রবেশ করাবেন তাকে তিনি ৭২ জন স্ত্রীর সাথে বিবাহ দেবেন দুজন হবে টানা টানা চোখ বিশিষ্ট হুর আর বাকীরা যারা জাহান্নামী হয়েছে তাদের জন্য বরাদ্দকৃত ছিল তারা জাহান্নামী হওয়ার কারনে জান্নাতীরা সেগুলোর উত্তরাধিকার হবে। সেসব নারীদের প্রত্যেকে মিলনের প্রতি ভীষণভাবে আকাঙ্খী হবে আর ছেলেটি কখনও নমনীয় হবে না।

হাদীসটি সনদের দিক দিয়ে দুর্বল হলেও আয়াতের মমার্থের সাথে তা পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ ওয়া লিল্লাহিল

হামদ। আয়াতের তাফসীরে আমরা পূর্বে যা কিছু উল্লেখ করেছি ইবন আল কায়্যিম তা একস্থানে সংকলিত করেছেন।

ইবন আল কায়্যিম বলেন,

وذكر المفسرون في تفسير العرب انهن العواشق المتحببات الغنجات الشكلات المتعشقات الغلمات المغنوجات كل ذلك من الفاظهم

উরুবান শব্দের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারকরা বলেছে তারা স্বামীর প্রতি ভীষন ভাবে আকৃষ্ট, স্বামীর প্রতি প্রেমময়া, প্রেমপূর্ণ কথা বলতে পারদর্শি, তীব্র উত্তেজনা সম্পন্য, আকারে ইংঙ্গিতে স্বামীকে আকৃষ্ট করতে চেষ্টা করে এমন। এসব শব্দই মুফাস্সিররা ব্যাবহার করেছেন। (হাদীল আরওয়াহ)

সুবহানাল্লাহ উল্লেখিত আয়াতটির শুধু (عربا) শব্দটির ভিতর যে আকর্ষণায় গুন লুকিয়ে আছে দুনিয়ার কোন স্ত্রী তার তিল পরিমানেরও অধিকারী হতে পারে না। দুনিয়াতে লজ্জাশীলা মেয়ে হলে তার লজ্জা তাকে সর্বদায় আবিষ্ট করে রাখে ফলে প্রয়োজনের সময়ও সে লজ্জাজনিত জড়তার কারণে স্বামীর জন্য নিজেকে

সম্পূর্ণভাবে মেলে ধরতে পারে না। কিন্তু জান্নাতের স্ত্রীরা লজ্জাশালতার পাশাপাশি প্রয়োজনের সময় যা করলে স্বামী সন্তুষ্ট হয় তা করতে পুরো প্রস্তুত থাকবে। কারণ তাদের নিজেদেরও স্বামীদের প্রতি অসীম প্রয়োজন থাকবে। কৃত্রিমতা নয় বরং নিজের প্রয়োজন এবং স্বামীর প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসার কারণেই তাদের সাথে প্রতিটি মিলন পরিপূর্ণ তৃপ্তিদায়ক হবে।

জান্নাতে স্ত্রীর সংখ্যা

দুনিয়াতে আল্লাহ (ﷻ) মুমিনদের ৪ টি বিবাহ করার অনুমতি দিয়েছেন। পূর্ববর্তী শরীয়তে তার অধিক বিবাহের অনুমতি ছিল। সহীহ হাদীসে এসেছে সুলাইমান (আঃ) এর ১০০টি স্ত্রী ছিল। অবাধ্য কাফিরদের কেউ কেউ ততধিক বিবাহ করেছে। জান্নাত যেহেতু সর্বচ্চ আকাঙ্খিত স্থান যেখানে সমস্ত আশা আকাঙ্খা পুরো হবে এবং একজনকে দেওয়া হবে তার কল্পনা ও চাওয়ার চেয়েও বেশি। আল্লাহ (ﷻ) বলেন,

أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر

আমি আমার নেককার বান্দাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি এমন জিনিস যা কোন চোখ কখনও দেখেনি এবং কোন কান কখনও শোনেনি আর কোনও অন্র কখনও কল্পনাও করেনি। (বুখারী,মুসলিম,তিরমিযি ও ইবনে মাযা)

عَنْ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « آخِرُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ رَجُلٌ فَهُوَ يَمْشِى مَرَّةً وَيَكْبُو مَرَّةً وَتَسْفَعُهُ النَّارُ مَرَّةً فَإِذَا مَا جَاوَزَهَا الْتَفَتَ إِلَيْهَا فَقَالَ تَبَارَكَ الَّذِى نَجَّانِى مِنْكِ لَقَدْ أَعْطَانِىَ اللَّهُ شَيْئًا مَا أَعْطَاهُ أَحَدًا مِنَ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ. فَتُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ فَيَقُولُ أَىْ رَبِّ أَدْنِنِى مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا وَأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا. فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا ابْنَ آدَمَ لَعَلِّى إِنْ أَعْطَيْتُكَهَا سَأَلْتَنِى غَيْرَهَا.فَيَقُولُ لاَ يَا رَبِّ. وَيُعَاهِدُهُ أَنْ لاَ يَسْأَلَهُ غَيْرَهَا وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ لأَنَّهُ يَرَى مَا لاَ صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ فَيُدْنِيهِ مِنْهَا فَيَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ هِىَ أَحْسَنُ مِنَ الأُولَى فَيَقُولُ أَىْ رَبِّ أَدْنِنِى مِنْ هَذِهِ لأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا وَأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا لاَ أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا. فَيَقُولُ يَا ابْنَ آدَمَ أَلَمْ تُعَاهِدْنِى أَنْ لاَ تَسْأَلَنِى غَيْرَهَا فَيَقُولُ لَعَلِّى إِنْ أَدْنَيْتُكَ مِنْهَا تَسْأَلُنِى غَيْرَهَا . فَيُعَاهِدُهُ أَنْ لاَ يَسْأَلَهُ غَيْرَهَا وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ لأَنَّهُ يَرَى مَا

لاَ صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ فَيُدْنِيهِ مِنْهَا فَيَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا. ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ هِىَ أَحْسَنُ مِنَ الأُولَيَيْنِ. فَيَقُولُ أَىْ رَبِّ أَدْنِنِى مِنْ هَذِهِ لأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا وَأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا لاَ أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا. فَيَقُولُ يَا ابْنَ آدَمَ أَلَمْ تُعَاهِدْنِى أَنْ لاَ تَسْأَلَنِى غَيْرَهَا قَالَ بَلَى يَا رَبِّ هَذِهِ لاَ أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا. وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ لأَنَّهُ يَرَى مَا لاَ صَبْرَ لَهُ عَلَيْهَا فَيُدْنِيهِ مِنْهَا فَإِذَا أَدْنَاهُ مِنْهَا فَيَسْمَعُ أَصْوَاتَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ أَىْ رَبِّ أَدْخِلْنِيهَا.فَيَقُولُ يَا ابْنَ آدَمَ مَا يَصْرِينِى مِنْكَ أَيُرْضِيكَ أَنْ أُعْطِيَكَ الدُّنْيَا وَمِثْلَهَا مَعَهَا قَالَ يَا رَبِّ أَتَسْتَهْزِئُ مِنِّى وَأَنْتَ رَبُّ العالمين فَضَحِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ أَلاَ تَسْأَلُونِّى مِمَّ أَضْحَكُ فَقَالُوا مِمَّ تَضْحَكُ قَالَ هَكَذَا ضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-. فَقَالُوا مِمَّ تَضْحَكُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مِنْ ضِحْكِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حِينَ قَالَ أَتَسْتَهْزِئُ مِنِّى وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ فَيَقُولُ إِنِّى لاَ أَسْتَهْزِئُ مِنْكَ وَلَكِنِّى عَلَى مَا أَشَاءُ قَادِرٌ

সর্বনিম্ন জান্নাতী সেই ব্যক্তি যে একবার হাটবে এবং একবার হামা দেবে কখনও কখনও আগুন তাকে স্পর্শ করবে। যখন সে জাহান্নামের আগুন হতে দুরে চলে যাবে তখন জাহান্নামের দিকে দৃষ্টি দিয়ে বলবে সেই সত্ত্বা বড়ই মহান যিনি আমাকে তোমা হতে মুক্তি

দিলেন কেননা আল্লাহ (জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে) আমাকে এমন এক নেয়ামত দান করলেন যা তিনি পূর্বের এবং পরের অন্য কোন সৃষ্টিকে করেন নাই। তারপর তার সামনে একটি গাছ দৃশ্যমান হবে সে বলবে হে আমার রব, আমাকে উক্ত গাছের নিকট নিয়ে চল যাতে আমি তার ছায়া হতে উপকৃত হতে পারি এবং তা হতে পানি পান করতে পারি। আল্লাহ বলবেন আমি যদি তোমার এই আবদারটি রক্ষা করি তবে তুমি হয়তো অন্য একটি আবদার করে বসবে। সে আল্লাহর সাথে বারবার ওয়াদা করবে যে আমি এর পর আর কিছুই চাইব না। আল্লাহ তার ইচ্ছা পূরণ করবেন কারণ সে যে কষ্টের মধ্যে রয়েছে তা সহ্য করার মত নয়। তারপর আল্লাহ তাকে উক্ত গাছটির নিকটবর্তী করবেন সে তার নিচে ছায়াগ্রহণ করবে এবং পানি পান করবে। এরপর তার সামনে অন্য আর একটি গাছ দৃশ্যমান হবে যেটি আগেরটি অপেক্ষা উত্তম সে বলবে হে আমার রব আমাকে ঐ গাছটির নিকটে নিয়ে চল। যাতে আমি তার নিচে ছায়া গ্রহণ করতে পারি এবং পানি পান করতে পারি। আমি আপনার নিকট এর পর আর কিছুই চাইবনা। আল্লাহ বলবেন তুমি তো ওয়াদা করেছিলে আর কিছুই চাইবে না। তোমার এই আবদার

পুরা করলে হয়তো তুমি অন্য কোন আবদার করবে। সে আল্লাহর সাথে ওয়াদা করবে যে, আমি আর কিছুই চাইব না আল্লাহ তার ইচ্ছা পুরা করবেন কারণ সে অসহনীয় অবস্থার মুকাবিলা করছে। এরপর সে জান্নাতের দরজার নিকটে একটি গাছ দেখতে পাবে যেটি আগের দুটির চেয়ে উত্তম সে বলবে হে আমার রব, আমাকে ঐ গাছটির নিকট নিয়ে চলুন আমি এর পর আপনার কাছে আর কিছুই চাইব না। আল্লাহ বলবেন তুমি কি এর পূর্বেও এমন ওয়াদা করনি? সে বলবে হ্যাঁ। কিন্তু এর পর আমি আর কিছুই চাইবনা। আল্লাহ তার ইচ্ছা পুরা করবেন কারণ সে অসহনীয় বস্তু দেখেছে। এবার সে জান্নাতবাসীদের কণ্ঠ শুনতে পাবে (তাদের আনন্দ উল্লাশময় কণ্ঠ) সে বলবে হে আমার প্রভু আপনি আমাকে এর ভিতর প্রবেশ করিয়ে দিন। আল্লাহ বলবেন ওহে আদমের পুত্র আমার সাথে তোমার সম্পর্ক কে ছিন্ন করবে! তুমি কি সন্তুষ্ট আছ যে তোমাকে দুনিয়ার দ্বীগুণ পরিমান দান করি সে বলবে আপনি কি আমার সাথে তামাশা করছেন অথচ আপনি সমস্ বিশ্বের প্রভু। এই স্থানে আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ হাসলেন এবং বললেন তোমরা কি আমাকে প্রশ্ন করবে না আমি কেন হাসলাম। তারা বলল আপনি কেন

হাসলেন তিনি বললেন এই হাদীসটি বলার সময় আল্লাহর রসূল (ﷺ) ও হেসেছিলেন তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল আপনি কেন হাসলেন তিনি বললেন তার এ কথা শুনে আল্লাহ তায়ালাও হাসবেন এবং বলবেন আমি তোমার সাথে তামাশা করছিনা বরং আমি যা খুশি তাই করতে পারি।

অন্য বর্ণনায় আসছে এ ব্যাক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করানর পর আল্লাহ বলবেন এখন তুমি যা খুশি চাও। তার সব চাওয়া শেষ হয়ে গেলে আল্লাহ তাকে স্মরণ করিয়ে দেবেন, বলবেন এটা চাও ওটা চাও। যখন চাওয়ার মত সবই ফুরিয়ে যাবে আল্লাহ বলবেন তোমাকে দশগুন দিলাম। তারপর সে তার বাড়িতে প্রবেশ করতেই দুজন হরীণচোখী হুর তার নিকট এসে বলবে সেই আল্লাহর প্রশংসা যিনি আপনার জন্য আমাদের এবং আমাদের জন্য আপনাকে সৃষ্টি করেছেন। সে শুধু বলবে আমাকে যা দেওয়া হয়েছে তা অন্য কাউকে দেওয়া হয়নি। (মুসলিম)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-يُؤْتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُصْبَغُ فِى النَّارِ صَبْغَةً ثُمَّ يُقَالُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ

رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ فَيَقُولُ لاَ وَاللَّهِ يَا رَبِّ.وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِى الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِى الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُ يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ فَيَقُولُ لاَ وَاللَّهِ يَا رَبِّ مَا مَرَّ بِى بُؤْسٌ قَطُّ وَلاَ رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّ

আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে বর্নিত আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেন দুনিয়াতে সবচেয়ে বেশি সুখ ভোগ করেছে এমন একজন ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন নিয়ে আসা হবে তার পর জাহান্নামের ভিতর একবার চুবানি দিয়ে প্রশ্ন করা হবে তুমি কি কখনও কোন সুখ ভোগ করেছ? তুমি কখনও কল্যানকর কিছু পেয়েছ কি? সে বলবে না হে আমার প্রভু তোমার কসম। একইভাবে দুনিয়ার সবচেয়ে দুঃখি ব্যক্তিকে নিয়ে এসে জান্নাতের এক পরশ দেওয়ার পর প্রশ্ন করা হবে তুমি কি কখনও কোনও দুঃখ পেয়েছ? জীবনে কখনও কষ্টদায়ক কিছু অনুভব করেছো নি? সে বলবে না হে আমার রব তোমার কসম আমি কখনও কোনও কষ্ট পায়নি আমি কখনও কোন সমস্যায় পড়িনি। (মুসলিম)

অতএব যে নিয়ামত কল্পনার চেয়েও বেশি চাওয়ার চেয়েও অধিক যার এক পরশ দুনিয়ার যাবতীয় দুঃখ

বেদনা ভুলিয়ে দেয় তা দুনিয়ার তুলনায় কত বেশি হবে!

আল্লাহ বলেন,

وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ [القصص/٦٠]

দুনিয়াতে তোমাদের যা কিছু দেওয়া হয়েছে তা অল্প সময়ের সামান্ন ভোগ বিলাশ এবং প্রতারনা মাত্র আর আলাহর নিকট যা আছে তায় তো উত্তম এবং স্থায়ী (কসাস - ৬০)

অতএব, দুনিয়াতে কোন পুরুষ যদি ১০০ বা ততধিক মেয়েকে সঙ্গিনী হিসাবে পেয়ে থাকে তবে আখিরাতে তা কতগুন হতে পারে! আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেন,

إن الرجل ليصل في اليوم إلى مائة عذراء . يعني : في الجنة

নিশ্চয় জান্নাতের একজন পরুষ একদিনে একশত কুমারী মেয়ের সাথে মিলিত হবে। (আলবানী তার সিলসিলাতুস সহীহাতে হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

স্ত্রীদের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়তে থাকবে

ان الرجل ليتكئ في الجنة سبعين سنة قبل ان يتحول ثم تأتيه امرأته فتضرب على منكبيه فينظر وجهه في خدها أصفى من المرآة وان أدنى لؤلؤة عليها تضيء ما بين المشرق والمغرب فتسلم عليه قال فيرد السلام ويسألها من أنت وتقول أنا من المزيد وانه ليكون عليها سبعون ثوبا أدناها مثل النعمان من طوبى فينفذها بصره حتى يرى مخ ساقها من وراء ذلك وان عليها من التيجان أن أدنى لؤلؤة عليها لتضيء ما بين المشرق والمغرب

জান্নাতে একজন পুরুষের হেলান দেওয়া অবস্থায় একপাশ হতে অন্য পাশে ফেরার মধ্যে ৭০ বছরের ব্যাবধান থাকবে। তারপর তার নিকট একজন মেয়ে আসবে সে তার কাধে আঘাত করবে (মোল্লা আলী কারী মিরাকাতে বলেন (ضرب الغنج) অর্থাৎ এই আঘাত হবে স্বামীকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য) ছেলেটি মেয়েটির দিকে তাকালে দেখবে তার মুখ আয়নার চেয়েও স্বচ্ছ এবং মেয়েটির গায়ের সর্ব নিম্ন রত্নটিও পূর্ব-পশ্চিমকে আলোকিত করে দিতে সক্ষম। মেয়েটি সালাম দিলে ছেলেটি উত্তর দিয়ে প্রশ্ন করবে

তুমি কে? সে বলবে আমি অতিরিক্ত।

(মিশকাত, আত -তারগীব ওয়া আত তারহীব। আলবানী দুর্বল বলেছেন)

মোল্লা আলী কারী বলেন

يراد به ما في قوله تعالى لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد

আল্লাহ (ﷻ) বলেন, (তারা সেখানে তাদের মনে যা ইচ্ছা হবে তার সবই পাবে এবং আমার নিকট রয়েছে অতিরিক্ত / সুরা কাফ - ৩৫) হাদীসে অতিরিক্ত দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য। (মিরকাতুল মাফাতিহ শারহু মিশকাতুল মাসাবিহ)

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن من نعيم أهل الجنة أنهم يتزاورون على المطايا والنجب وأنهم يؤتون في يوم الجمعة بخيل مسرجة ملجمة لا تروث ولا تبول فيركبونها حيث شاء الله عز وجل فتأتيهم مثل السحابة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت فيقولون : أمطري علينا فما يزال المطر عليهم حتى ينتهي ذلك فوق أمانيهم ، ثم يبعث الله عز وجل ريحا غير مؤذية فتنسف كثبانا من المسك على

أيمانهم وعن شمائلهم فيأخذ ذلك المسك في نواصي خيولهم وفي معارفها وفي رءوسهم ولكل رجل منهم جمة على ما اشتهت نفسه فيتعلق ذلك المسك في تلك الجمام ، وفي الخيل ، وفيما سوى ذلك من الثياب ثم يقبلون حتى ينتهوا إلى ما شاء الله عز وجل فإذا المرأة تنادي بعض أولئك : يا عبد الله ما لك فينا حاجة ؟ فيقول : ما أنت ؟ ومن أنت ؟ فتقول : أنا زوجتك وحبك ، فيقول : ما كنت علمت بمكانك ، فتقول المرأة : أوما علمت أن الله قال : فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون فيقول : بلى وربي فلعله يشتغل عنها بعد ذلك الموقف مقدار أربعين خريفا لا يلتفت ولا يعود ما يشغله عنها إلا ما هو فيه من النعيم والكرامة

আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেন, জান্নাতের নিয়ামত সমুহের মধ্যে এও যে, তারা বাহনের উপর সওয়ার হয়ে ভ্রমনে বের হবে। জুমআর দিনে জিন ও লাগাম পরিহিত প্রস্তুত ঘোড়া নিয়ে আসা হবে সে ঘোড়া প্রসাব বা পায়খানা করবে না। তারা তাতে সওয়ার হয়ে আল্লাহ যতদুর চান (বহুদুর) ভ্রমণ করবে তখন একখন্ড মেঘ আসবে সেই মেঘের ভিতর এমন কিছু থাকবে যা কোন চোখ কখনও দেখেনি এবং কোন কান

কখনও শোনেনি তারা বলবে (আমাদের উপর অমুক জিনিসের) বৃষ্টি বর্ষণ কর ফলে (তারা যা কামনা করবে তা) বর্ষিত হতে থাকবে এমনকি তাদের ইচ্ছার চেয়েও অধিক হয়ে যাবে। এরপর আল্লাহ আরামদায়ক বায়ু প্রেরন করবেন যা তাদের ডানে বামে ও তাদের ঘোড়ার সামনের লোমে এবং তাদের চুলে মিসক ছড়িয়ে দেবে। প্রতিটি ব্যাক্তির তার নিজের ইচ্ছানুযায়ী লম্বা চুল থাকবে। মিসক সেই চুল, পোশাক এবং অন্যান্য স্থানে লাগবে। তারা চলতেই থাকবে এমনটি আল্লাহ যতদুর চান (বহুদূর) পৌছে যাবে তখন (কোন একজন পুরুষের উদ্দেশ্যে) একজন মেয়ের ডাক শোনা যাবে। সে বলবে ওহে আল্লাহর বান্দা আমার কাছে কি তোমার কোন দরকার নাই? ছেলেটি বলবে তুমি কি? তুমি কে? মেয়েটি বলবে আমি তোমার স্ত্রী, আমি তোমার ভালবাসা। সে বলবে আমি তো তোমার স্থান সম্পর্ক বেখবর ছিলাম। মেয়েটি বলবে তুমি কি শোননি যে আল্লাহ বলেছেন নেককারদের আমি জন্য চোখ জুড়ানো কি লুকিয়ে রেখেছি তা কেউ জানে না। ছেলেটি বলবে হ্যাঁ নিশ্চয়। (আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেন) এমন হতেই পারে যে, এই সাক্ষাতের পর ছেলেটির সাথে মেয়েটির ৪০ বছর আর দেখা হবে না।

বিভিন্ন ভোগ এবং আনন্দ ছেলেটিকে ব্যাস্ত রাখবে। (সিফাতুল জান্নাহ ইবন আবিদ্দুনইয়া)

عن كثير بن مرة الحضرمي ، قال : إن من المزيد أن تمر السحابة بأهل الجنة فتقول : ما تشاءون أن أمطركم ؟ فلا يسألون شيئا إلا مطرتهم ، فقال كثير بن مرة : لئن أشهدنا الله ذلك المشهد لأقولن أمطرينا جواري مزينات

কাছির ইবন আল মুররাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একটি অতিরিক্ত বিষয় এই যে এক খন্ড মেঘ জান্নাত বাসীদের উপর দিয়ে প্রবাহিত হবে মেঘটি বলবে আমি কি বর্ষণ করব? তারা যা চাইবে মেঘটি তাই বর্ষণ করবে। কাছির বলতেন আমি যদি এমন সুযোগ পাই তো আমি বলব আমাদের উপর সুন্দর সাজে সজ্জিতা কম বয়স্কা বালিকা বর্ষণ কর। (সিফাতুল জান্নাহ ইবন আবিদদুনইয়া, সিফাতুল জান্নাহ আবু নাঈম আল ইসপাহানী)

إن السرب من أهل الجنة لتظلهم السحابة، قال: فتقول: ما أُمْطِرُكُمْ؟ قال: فما يدعو داع من القوم بشيء إلا أمطرتهم، حتى إن القائل منهم ليقول: أمطرينا كواعب أترابا.

একদল জান্নাতবাসীর উপর একটি মেঘ ছেয়ে থাকবে। মেঘটি বলবে আমি তোমাদের উপর কি বর্ষণ করব? তারা যা চাইবে মেঘটি তাই বর্ষণ করবে এমনকি একজন ব্যাক্তি বলে বসবে আমাদের উপর স্ফীত স্ন সম্পন্না যুবতী বর্ষণ কর।

(তাফসীরে তাবারী)

يخرج أهل الجنة من قصورهم إلى شاطئ تلك الأنهار والحور فيهن جالسة على كرسي ، ميل في ميل .. فكيف أن يكون في الدنيا من يريد افتضاض الأبكار على شاطئ الأنهار

জান্নাতীরা তাদের প্রাসাদ থেকে (মাঝে-মাঝে) নদীর তীরে বেড়াতে যাবে। সেখানে মাইলের পর মাইল ধরে পেতে রাখা চেয়ারে হুরেরা বসে থাকবে। .. অতএব তাদের অবস্থা কিহবে যারা দুনিয়াতে সমুদ্র সৈকতে কুমারী মেয়েদের সাথে মিলিত হওয়া পছন্দ করত! [সিফাতল জান্নাহ্]

ইবনে আব্বাস (“) থেকে বর্ণিত

إن في الجنة نهرا يسمى البيدخ عليه قباب من ياقوت تحته جوار نابتات يتغنين بالقرآن ، يقول أهل الجنة :

اذهبوا بنا إلى البيدخ ، فإذا جاءوا يتصفحون تلك الجواري ، فإذا هوى أحدهم من الجواري شيئا ، وضع يده على معصمها فاتبعته ، ونبت مكانها أخرى

জান্নাতে একটি নদী আছে তার নাম বায়দাখ। তার উপরে ইয়াকূতের তৈরী ছাউনি আছে যার নিচে অল্প বয়স্ক বালিকা ফুটে থাকে। তারা সূর করে কুরআন তিলাওয়াত করে। জান্নাতীরা বলবে, চলো আমরা বায়দাখের তীরে যায়। তারা যেখানে পৌছালে ঐ সকল বালিকাদের শরীরে স্পর্ষ করে দেখে। যখন তাদের নিকট কোনো একটি বালিকা পছন্দ হয় তারা তার কব্জির উপর হাত রাখে। ফলে সে তার পিছু পিছু চলে যায়। তার স্থানে নতুন বালিকা গাজিয়ে ওঠে। [সিফাতুল জান্নাহ্]

হুরদের সুরেলা কণ্ঠের গান

إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهن بأحسن أصوات سمعها أحد قط ، إن مما يغنين : نحن الخيرات الحسان ، أزواج قوم كرام

আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেন জান্নাতবাসীদের স্ত্রীরা

তাদের শোনানোর জন্য গান করবে তারা বলবে,

আমরা সুন্দরী চিরো কল্যানময়ী,
আমরা সম্মানিত ব্যক্তিদের সঙ্গিনী।

(আততারগীব ওয়াত তারহীব আলবানী সহীহ বলেছেন)

عن أبي أمامة ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : ما من عبد يدخل الجنة إلا ويجلس عن رأسه وعند رجليه ثنتان من الحور العين تغنيانه بأحسن صوت سمعه الإنس والجن ، وليس بمزامير الشيطان

আবু উমামা (রঃ) থেকে বর্নিত আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেন, যে ব্যক্তিই জান্নাতে প্রবেশ করবে তার মাথা ও পদযুগলের নিকট দুইজন টানাটানা চোখ বিশিষ্ট হুর বসবে এবং তাকে গান শোনাবে এমন সুরেলা কণ্ঠে কোন সৃষ্টি কখনও তেমন কণ্ঠ শোনেনি। (আততারগীব ওয়াত তারহীব, আলবানী দুর্বল বলেছেন)

عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة مجتمعا للحور العين يرفعن أصواتا لم يسمع الخلائق بمثلها قال يقلن نحن الخالدات فلا نبيد

ونحن الناعمات فلا نبأس ونحن الراضيات فلا نسخط طوبى لمن كان لنا وكنا له. أخرجه الترمذي

আলী (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেন জান্নাতে হুরদের একটি মিলনকেন্দ্র আছে সেখানে তারা উচু স্বরে এমন সুন্দর কণ্ঠে গান করে যে কোন সৃষ্টি তেমন কণ্ঠ শোনেনি তারা বলে

চির স্থায়ী আমাদের ধংস নাই
আমরা চিরসুখী দুঃখ আমাদের স্পর্ষ করেনা
আমরা সন্তুষ্ট কখনও রাগান্বিত হয় না।

তারা সৌভাগ্যবান যারা আমাদের হল এবং আমরা তাদের হলাম।

(তিরমিযী, আলবানী দুর্বল বলেছেন)

দুনিয়াতে এমন ভাগ্যের অধিকারী কে আছে যার প্রেয়সী তার উপর কখনও অসন্তুষ্ট হয়না এবং তাকেও রাগান্বীত করে না! অতএব দুনিয়ার স্বল্প সময়ের ভোগ ও আনন্দকে উপেক্ষা করে আখিরাতের চিরস্থায়ী ও পরিপূর্ণ আনন্দের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে কেউ রাজী আছে কি?

কুরাইশ গোত্রের কেউ একজন ইবনে শিহাব (রঃ) কে প্রশ্ন করল, (هل في الجنة من سماع فإنه حبب إلي السماع) ''জান্নাতে কোনো গান হবে কি? আমার নিকট তো গান খুবই প্রিয়।'' তিনি বললেন,

إي والذي نفس ابن شهاب بيده إن في الجنة لشجرا حمله اللؤلؤ والزبرجد تحته جوار ناهدات يتغنين بالوان يقلن : نحن الناعمات فلا نبأس ، ونحن الخالدات فلا نموت ، فإذا سمع ذلك الشجر صفق بعضه بعضا ، فأجبن الجواري ، فلا يدرى أصوات الجواري أحسن أم أصوات الشجر

হ্যা। তার কসম যার হাতে ইবনে শিহাবের প্রাণ জান্নাতে এমন একটি গাছ আছে যার ফলসমূহ রত্নের তার নিচে উত্তোলিত বক্ষ বিশিষ্ট বালিকারা বিভিন্ন সুরে গান করে। তারা বলে, আমরা সুখী কখনও দুখী হবো না। আমরা এখানে স্থায়ী কখনও মৃত্যুবরণ করব না .... যখন ঐ গাছ এই গান শোনে তার একটি অংশ আরেকটির সাথে বাড়ি খাওয়া শুরু করে। এবং বালিকাদের কণ্ঠে কণ্ঠ মেলায়। এটা বোঝা যাবে না যে, কার কণ্ঠ বেশি মধুর। গাছের কণ্ঠ নাকি বালিকাদের কণ্ঠ।

[হাদীল আরওয়া/সিফাতুল জান্নাহ্]

হুরদের গান গাওয়া সম্পর্কে আরেকটি বর্ণনাতে এসেছে, (في صدر إحداهن مكتوب : أنت حبي وأنا حبك انتهت نفسي عندك ، فلا ترى عيناي مثلك) ‘‘তাদের মধ্যে একজনের বুকে লিখা থাকবে তুমি আমার ভালবাসা আমি তোমার ভালবাসা। তোমার নিকট প্রাণ সপে দিয়েছি। আমার দুটি চোখ তোমার মতো কিছু কখনও দেখেনি। [হাদীল আরওয়া/সিফাতুল জান্নাহ্]

বর্ণিত আছে মালিক ইবন দিনার একদিন বসরার রাস্ায় হাটছিলেন। সেসময় তিনি কোন এক ধনী ব্যাক্তির একটি দাসী দেখতে পেলেন যে আরোহী অবস্থায় ছিল এবং তার সেবা করার জন্য সাথে কিছু খাদেমও ছিল। তাকে দেখামাত্র মালিক ইবন দিনার উচুস্বরে বললেন,

ওহে দাসী তোমাকে কি তোমার মালিক বিক্রয় করবে?

দাসীটি বলল ঃ আপনি কি বললেন?

মালিক আবার বললেনঃ তোমাকে কি তোমার মনিব বিক্রয় করবে?

দাসীটি এবার বলল ঃ যদি তিনি আমাকে বিক্রয় করেনই তবু কি আপনার মত কেউ আমাকে কিনতে পারবে?

মালিক বললেন ঃ হ্যাঁ। আমি তা পারি। তোমার চেয়ে উত্তম দাসীও আমি কিনতে পারি।

একথা শুনে দাসীটি হাসল। এবং (তার সাথে থাকা কাউকে) মালিককে তার বাস স্থলে নিয়ে আসতে বলল। বাসায় ফিরে সে তার মনিবের সাথে সবকিছু খুলে বললে সেও হাসল এবং মালিককে তার সামনে হাজীর করতে বলল। মালিক যখনই ঘরে প্রবেশ করলেন দাসীটির মনিবের মনে মালিকের প্রতি শ্রদ্ধা সৃষ্টি হল। সে বলল

- আপনি কি চান?

মালিক বললেন ঃ আপনার দাসীটি আমার নিকট বিক্রয় করুন।

সে বলল ঃ আপনি কি তার দাম দিতে পারবেন?

মালিক বললেন ঃ আমার কাছে তো দাসীটির দাম চুষে ফেলে দেওয়া হয়েছে এমন দুটি খেজুরের আটির

সমান।

তার কথা শুনে উপস্থিত সকলে হাসল। ধনী ব্যক্তিটি বলল।

- কিভাবে আপনার নিকট এই দাসীটির মুল্য এরকম হতে পারে?

তিনি বললেনঃ - কারণ দাসীটির ভিতর অগনিত ত্রুটি রয়েছে।

লোকটি বললঃ- তার ভিতর কি কি ত্রুটি রয়েছে?

মালিক এবার বলতে আরম্ভ করলেনঃ সে সুগন্ধি ব্যাবহার না করলে তার শরীর দুর্গন্ধময় হয়ে যায়, মিসওয়াক না করলে মুখ গন্ধ হয়ে যায়, চিরুনি ও তেল ব্যবহার না করলে মাথায় উকুন হয় এবং চুল এলোমেলো হয়ে যায়। কিছুকাল বয়স হলেই বৃদ্ধ হয়ে যায়। তার হায়েজ হয়, তার ভিতর প্রসাব পায়খানার মত ময়লা আবর্জনা রয়েছে। তার মন খারাপ হয়, সে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও বিষন্ন হয়। সম্ভবত সে আপনাকে কেবল নিজ স্বার্থেই ভালবাসে এবং আপনি তাকে সুখে রেখেছেন বলেই আপনাকে পছন্দ করে। আপনি তার নিকট যা কিছু চান সে আপনার সব চাহিদা পুরা করতে

অক্ষম। যতটুকু প্রেম সে প্রকাশ করে তার পুরোটা সত্য নই। আপনার পর যে কোন পুরুষই তার জীবনে আসবে তাকে সে আপনার মতই ভালবাসবে ও পছন্দ করবে। আপনি আপনার দাসীটির জন্য যে মুল্য চেয়েছেন তার তুলনায় অনেক কম মুল্যে আমি এমন এক দাসী ক্রয় করব যা কাফুর, মিস্‌ক এবং রত্ন দিয়ে তৈরী। তার লালা সমুদ্রের পানিতে মিশ্রিত করলে সমুদ্রের লবনাক্ত পানি মিষ্টি হয়ে যাবে। তার মিষ্টি কণ্ঠের ডাক শুনলে মৃতও সাড়া দেবে। যদি তার হাতের কব্জি প্রকাশ হয়ে পড়ে তবে সূর্য অন্ধকারচ্ছন্ন হয়ে যাবে, তাতে গ্রহণ লেগে যাবে। আধার আলোকিত ও উজ্জল হয়ে উঠবে। যদি সে তার পোশাক ও অলংকার সহ দিগন্তে দৃশ্যমান হয় তবে অসীম ও অনন্ত দিগন্ত সুগন্ধ ও অলংকৃত হয়ে যাবে। সে বেড়ে উঠেছে মিসক জাফরানের বাগানে, ইয়াকুতের তৈরী ঘরে। নিয়ামতের তাবুর অভ্যন্তরেই সে কেবল বিচরন করেছে এবং তাসনীম নামক ঝর্ণার পানি দ্বারা তৃষ্ণা নিবারণ করেছে। সে তার ওয়াদার খেলাফ করে না তার ভালবাসা পরিবর্তিত হয় না। তাহলে এদুজন দাসীর মধ্যে কে বেশি মুল্য পাওয়ার যোগ্য!

ধনী ব্যাক্তিটি বলল ঃ আপনি যে মেয়েটির কথা বললেন সেই বেশি মুল্যের যোগ্য।

মালিক ইবন দিনার বললেন ঃ এমন মেয়ে বিদ্যমান এবং সহজলভ্য। তা ক্রয়ের জন্য যে কোন মুহূর্তে প্রস্াব করা যেতে পারে।

লোকটি বলল ঃ আল্লাহ আপনাকে রহম করুন তার মুল্য কি?

তিনি বললেন ঃ পছন্দনীয় কিছু পাওয়ার জন্য সব চেয়ে কম যা ব্যায় করা হয় তাই তার মুল্য। শুধু এতটুকু যে, তুমি তোমার রাতের একটি অংশে অন্য সকল ব্যাস্তা থেকে অবসর নিয়ে ইখলাসের সাথে দুরাকাত সলাত পড়বে। তোমার খাবার সামনে হাজীর হলে নিজে অভুক্ত থেকেও ক্ষুধার্ত ব্যাক্তিকে খাওয়াবে। অথবা পথ হতে পাথর বা আবর্জনা সরিয়ে ফেলবে। কম এবং প্রয়জনীয় পরিমানে সন্তুষ্ট থেকেই এই দুনিয়ার জীবন অতিবাহিত করবে। এই ধোকা ও প্রতারনাময় জিন্দেগী যেন তোমার মনযোগ আকর্ষণ না করে। তুমি এখানে অল্পে তুষ্ট হলে আগমীকাল কিয়ামতের দিন নিরাপদে সম্মানিত অবস্থানে অধিষ্ঠিত হতে পারবে। এবং

মহাসম্মানিত প্রভুর সান্নিধ্যে সুখময় স্থানে চিরস্থায়ী হতে পারবে।

ইবন আল-কায়্যিম বলেনঃ

فيا عجبا من سفيه في صورة حليم ومعتوه في مسلاخ عاقل آثر الحظ الفاني الخسيس على الحظ الباقي النفيس وباع جنة عرضها السموات والأرض بسجن ضيق بين أرباب العاهات والبليات ومساكن طيبة في جنات عدن تجري من تحتها الأنهار بأعطان ضيقة آخرها الخراب والبوار وأبكارا أعرابا أترابا كأنهن الياقوت والمرجان بقذرات دنسات سيآت الأخلاق مسالخات أو متخذات أخذان وحورا مقصورات في الخيام بخبيثات مسيبات بين الأنام وأنهارا من خمر لذة للشاربين بشراب نجس مذهب للعقل مفسد للدنيا والدين

কি আফসোস! সেই বোকার জন্য যে নিজেকে বুদ্ধিমান মনে করে এবং সেই বুদ্ধিপ্রতিবন্ধির জন্য যে জ্ঞানের খোলোস পরে থাকে এরা দুনিয়ার ধংসশীল ও নিকৃষ্ট বস্তুর বিনিময়ে জান্নাতের স্থায়ী ও মহামুল্যবান নেয়ামত বিক্রয় করে দেয়। আকাশ ও পৃথিবী সমান বিস্ত জান্নাতের বিনিময়ে বিপদসংকুল ও দূর্দশাময় জেলখানা

নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে। চিরস্থায়ী ও উত্তম বাসস্থান যার নিচ দিয়ে নদী প্রবাহিত তার পরিবর্তে সংকার্ণ উটের আস্তাবলকে শ্রেয় জ্ঞান করে যার পরিনাম হল ধংস ও লয়। এবং কুমারী সমবয়স্কা প্রেমময়া যারা মনিমানিক্যতুল্য তাদের পরিবর্তে নোংরা অপবিত্র কুস্বভাবের অধিকারী ভীনপুরুষের সাথে গোপন প্রনয়কারীনীদের পিছু সময় ক্ষেপন করে। তাবুতে আবদ্ধ হুরদের পরিবর্তে হাট বাজারে রাস্তা ঘাটে সদা সর্বদা বিচরনশীলাদের পছন্দ করে। সুস্বাদু পবিত্র পানীয়র নহরের পরিবর্তে নাপাক পানীয় গলধঃকরণ করে। যা বুদ্ধিকে ধ্বংস করে দ্বীন দুনিয়া বিনাশ করে।

(হাদীল আরওয়াহ)

فقد آن لك القـــــــــــــــــــــــــــــــــــصد

الي الصواب

ان تخلع الدنيا

لحـــــــــــــــــــــــــــسن المآب

كي تكون حبيبـــــــــــــــــــــــــــــــا

للعرب الاتراب

واحذر الخائنات فهن فتـــــــــــــــــــــــــن

دار الخراب

অতএব এখনই সময় সঠিক রাস্তা ধরার

উত্তম বাসস্থানের জন্য দুনিয়াকে পরিত্যাগ করার

তবেই তোমাকে ভালবাসবে একজন প্রেয়সী যে প্রেমময়া

ধংসশাল দুনিয়ার মেয়েদের থেকে সাবধান থাকো

তারা ফিতনা সৃষ্টি করে এবং খিয়ানত করে।

تمت بالخير ولله الحمد

লেখকের অন্যান্য বই

* গ্রন্থাবলী:

১. আল-ইতকান ফী তাওহীদ আর-রহমান (তাওহীদ সম্পর্কে)
২. আদ-দালালাহ্ আ'লা বিদয়াতে দ্বলালাহ্ (বিদয়াত সম্পর্কে)
৩. ভেজালে মেশাল (গণতন্ত্র সম্পর্কে ইসলামের রায়)
৪. মাজহাব বনাম আহলে হাদীস
৫. আসবাবুল খিলাফ ওয়াল জাব্বু আনিল মাজাহিবিল আরবায়া (আরবী)
৬. নাফউল ফারীদ ফী জিল্লি বিদাইয়াতিল মুজতাহিদ (উসুলে ফিকহ)
৭. হুসাইন ইবনে মানছুর আল-হাল্লাজ; কথা ও কাহিনী
৮. হরিণ নয়না হুরদের কথা (জান্নাতের স্ত্রীদের বর্ণনা)
৯. আল-ই'লাম বি হুকমিল কিয়াম (কারো সম্মানে দাঁড়ানো বা মীলাদে কিয়াম করার বিধান)
১০. চাঁদ দেখা প্রসঙ্গে
১১. ডাঃ জাকির নায়েক সম্পর্কে কিছু কথা
১২. আত-তাবঈন ফী হুকমিল উমারা ওয়াস সালাতীন
১৩. দরবারী আলেম
১৪. মারেফাত
১৫. লাইলাতুল বারায়াহ্
১৬. হিদায়া কিতাবের অপূর্ব হেদায়েত (প্রফেসর শামসুর রহমান লিখিত 'হিদায়া কিতাবের একি হিদায়াত!!" বইয়ের জবাব)

* রিসালাহ্ (সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ):

১৭. ছোটদের আক্বাইদ
১৮. সংক্ষেপে যাকাতের মাসয়ালা মাসায়েল

১৯. তারাবীর সলাতে পারিশ্রমিক গ্রহণের বিধান (আরবী)
২০. মাসায়িলুল ই'তিকাফ (আরবী)
২১. সংশয় নিরসন

* ইসলামী উপন্যাস ও কবিতা:

২২. আরব মরুতে শিক্ষা সফর (গণতন্ত্রর স্বরূপ উম্মোচন)
২৩. মৃত্যুদূত (মৃত্যুর ভয়াবহতা ও মৃত্যুর পরের জীবন)
২৪. কল্পিত বিজ্ঞান (বিবর্তবাদ ও নাস্তিকতার খন্ডায়ন)
২৫. পরিবর্তন (নিজের জীবন ও সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার সংকল্প)
২৬. ছোটনের রোজী আপু (কিশোর উপন্যাস)
২৭. সান্টু মামার স্কুল (কিশোর উপন্যাস)
২৮. কবিতায় জান্নাত (কবিতার ছন্দে জান্নাতের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা)
২৯. নাস্তিকতার অসারতা (গল্পের সাহায্যে নাস্তিকদের মতবাদ খন্ডায়ন)
৩০. বায়াত (কোন বায়াত? কিসের বায়াত?? কার হাতে বায়াত???)

* ভাষা শিক্ষা:

৩১. তাইসীরুল ক্বওয়ায়িদ (আরবী গ্রামার)
৩২. আরাবিয়্যাতুল আতফাল (ছোটদের আরবী শিক্ষা)

প্রকাশের অপেক্ষায়

১. শান্তি ও সন্ত্রাস (গবেষণা গ্রন্থ) ২. ইনসাফ (গবেষণা গ্রন্থ)
৩. সাজির সাজানো ঘর (ছোটদের উপন্যাস)